হাদীস শরীফে বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী

অজানা দ্বীপের কাহিনী



মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

হাদীস শরীফে বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী

অজানা দ্বীপের কাহিনী

সংকলন

মাওলানা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

মুদাররিস, লেখক ও অনুবাদক

মাকতাবাতুল আসরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

হাদীস শরীফে বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী

অজানা দ্বীপের কাহিনী

সংকলন : মাওলানা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ০৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
বারোতম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৪ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ❖ ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-24-8

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, facebook.com/EhsanBookshop, khidmashop.com
✆16297 or 0151952 971 ✆ 01832093039 ✆ 01939773354

মূল্য : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

AJANA DWIPER KAHINI

Maulana Muhammad Sakhawat Hossain

Price: Tk. 140.00 US$ 2.00

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মরহুম নানা-নানীর মাগফিরাত কামনায়,
যাঁরা বেঁচে থাকলে আজ বড়ই খুশি হতেন।
-সংকলক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবলিসের আগমন	৯
অনুপম অতিথি সেবা	১২
তুলনাহীন তাঁরা	১৬
মানুষ যা জানে না	১৯
অপরিচিত ঘর	২২
বিস্ময়কর সাক্ষাৎকার	২৫
পবিত্র ভালোবাসা	৩৭
চাঁদের চেয়ে সুন্দর	৩৯
অনন্য মুসাফির	৪১
জান্নাতী জিন	৪২
প্রিয় নবীজীর (সাঃ) নৈশ ভ্রমণ	৪৫
প্রিয় নবীজীর (সাঃ) চিঠি	৪৯
অজানা দ্বীপের কাহিনী	৫১
জান্নাতের দুয়ারে	৫৪
পানির উপরে আসর	৫৭
নবীজীর (সাঃ) দু'আ	৫৯
শয়তানের সত্য কথা	৬৬
রক্তমাখা তীর	৬৯
পাথর গেল সরে	৭৩
ভিন্ন রকম আদালত	৭৬
ভয়ংকর বাক্স	৭৮

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

গল্পের স্বাদই অন্য রকম। যদি সে গল্প হয় সত্য, সুন্দর ও আদর্শশিক্ষা কেন্দ্রিক, তাহলে সে গল্প যে শুধু গল্প পাঠের আনন্দ দেয়, তা নয়, বরং তা সুন্দর জীবন গঠনের প্রেরণাও জোগায়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীন একদিকে পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত মুনাফিক-কাফের খোদাদ্রোহী সম্প্রদায়ের কুৎসিত জীবনাচার ও তার ধ্বংসাত্মক পরিনামের কথা আলোচনা করে, তা থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন। অপরদিকে সত্য-সুন্দর ও পবিত্রতার প্রতীক নবী-রাসূলগণের সুন্দর জীবনাচার, আদর্শ বাস্তবায়নে বহু ত্যাগ স্বীকার ও স্বতস্ফুর্ত কুরবানী পেশ করার কাহিনী আলোচনা করে উৎসাহিত করেছেন সেই সত্য ও সুন্দরকে জীবনাদর্শ বানিয়ে স্বার্থক মানুষরূপে আদর্শ জীবন গড়ার। এজন্য কুরআন-হাদীসের গল্পই শ্রেষ্ঠ গল্প।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থে ["হাদীস শরীফে বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনাবলী-অজানা দ্বীপের কাহিনী"] হাদীস শরীফের মহান শিক্ষাকে গল্পের আঙ্গিকে পেশ করা হয়েছে।

উদীয়মান তরুন গল্পকার জনাব মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তার নিজস্ব স্টাইলে গল্পগুলোকে সাজিয়েছেন। ভাষাগত দিক দিয়ে যদিও এ সংকলনটি একটু অন্যরকম কিন্তু প্রতিটি গল্পেই আছে প্রাণের ছোঁয়া, আন্তরিক অভিব্যক্তি। যার ফলে এ গল্পের পাঠকমাত্রই নিজেকে হারিয়ে ফিরে যাবেন প্রায় দেড় হাজার বছর আগের সেই সোনালী যুগের মক্কা-মদীনায়, মনে হবে এই বুঝি এখান দিয়ে নিরবে নিঃশব্দে মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে খোশবু ছড়াতে ছড়াতে চলে গেলেন।

লেখক তার প্রচেষ্টায় কতটুকু সফল হয়েছেন তার সিদ্ধান্ত পাঠক সমাজই দিতে পারবেন। তবে আমরা বইটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদের অবগত করলে, আমরা পরবর্তি সংস্করনে তা শুধরে নিবো ইনশাআল্লাহ! আল্লাহপাক বইটিকে কবুল করুন এবং লেখক ও প্রকাশক সহ সংশ্লিষ্ঠ সবাইকে উত্তম বদলা দিন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তারিখ ঃ

২৪ জুমাদাল উখরা ১৪২৫ হিজরী

কৈফিয়ত

এটা আমার গল্পের তৃতীয় বই। তবে গল্পের বই হলেও বাজারে প্রচলিত আর দশটা বইয়ের মত ভূত-পেত্নী, দৈত্য-দানব, কুকুর-বিড়াল ও শিয়ালকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক ভাবে সাজানো অর্থহীন কোনো গল্পের বই নয়। বরং এর প্রতিটি গল্পই হাদীসে নববীর সুবিশাল স্বর্ণ সম্ভার হতে এক বিন্দু সংগ্রহ মাত্র। তাই অকুণ্ঠ চিত্তে বলা যায় এ বইয়ের আবেদন স্বতন্ত্র ও ব্যাপক।

১৯৯৯ ইংরেজীতে আমার বই যখন প্রথম সূর্যের মুখ দেখে, সে সময় আমার এক সতীর্থ বলেছিলো গল্পের বই এখন বাজারে অনেক হয়ে গেছে। যতদূর মনে পড়ে তখন তাকে বলেছিলাম, হ্যাঁ, হয়েছে, তাতে কি হলো! একজন তো আর সকল গল্প এক বইতে জমা করে ফেলেনি। তাছাড়া সকলের বর্ণনা ভঙ্গিওতো এক নয়। একই গল্প একজনেরটা পাঠকের কাছে হবে সমাদৃত। আরেকজনেরটা হবে প্রত্যাখ্যাত।

আমার এক উস্তাদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা উঠলে তিনি বলেন, যারা ভালোবাসা ভূত-পেত্নী, কুকুর-বিড়ালকে নিয়ে বই লেখে তাদের সবার বিষয় তো একটাই। সেখানে আমরা কুরআন-হাদীসের আমাদেও গল্পই লেখলে সমস্যা কোথায়। এগুলো হলো সংকীর্ণ চিন্তার কথা।

এভাবে হতাশা আর উৎসাহের ভিতর দিয়ে পেছনে না তাকিয়ে অসীম সাহসে সম্মুখ পানে চলেছি এক কদম, দু কদম করে। যার ফল স্বরূপ আজকে সুধী পাঠকের হাতে পৌঁছুতে যাচ্ছে "অজানা দ্বীপের কাহিনী" এর

পান্ডুলিপি মননশীল ও রুচি শীল প্রকাশনার প্রতীক মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী জনাব হাবীবুর রহমান খানকে দেখালে, তিনি বেশ আগ্রহের সঙ্গে তা প্রকাশের কথা ব্যক্ত করেন। প্রকাশনার মত এ গুরু দায়িত্ব নিজ কাঁধে নেয়ার জন্য তাকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। পাশা পাশি যে সকল সুহৃদ বন্ধুরা আমাকে বিভিন্ন ভাবে প্রশ্ন করে; আপনার লেখালেখির কী অবস্থা? নতুন কোন বই রেরিয়েছে কিনা? সম্মুখে চলার প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি ররইলো হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে অকপটে স্বীকার করছি জ্ঞানের অপ্রতুলতা ও ভাষার দৈন্যতা হেতু সম্ভাব্য চেষ্টার পরও কোথাও ত্রুটি বা অসঙ্গতি থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তাই সুধী পাঠক মহলে নিবেদন থাকলো ভুল ধরিয়ে দেয়ার। সেই সাথে অঙ্গীকার থাকলো সংশোধনের ও। আল্লাহ্ পাক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বদলা দান করুন।

নিবীত

তাং- ১৭ ই মুহাররম ১৪২৫ হিঃ
৯ ই মার্চ, ২০০৪ ঈসায়ী।

মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

ইবলিসের আগমন

আকাশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নীলিমা। কোথাও মেঘের কোন আনাগোনা নেই। সম্পূর্ণ স্ফটিক, বিমল ও শুভ্র ধবল। দিগন্ত বিসারী শামিয়ানা যেন মেদেনীর ছাদ হয়ে ঝুলে আছে। সে শামিয়ানার নীচে হৃদয় জুড়ানো ফুরফুরে সমীরণের সতেজ প্রবাহ। মনোরম কমনীয় ও আলোকোজ্জ্বল এই প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোলে শাশ্বত বিশ্বাস ও অমলিন ভালোবাসার অগ্নিতে পরিশোধিত নির্মল কতিপয় মানবের ছোট্ট জটলা। সংক্রামক প্রতিশোধের তুষের আগুন সেখানে চির নির্বাপিত, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সমবেদনা এবং অবিনশ্বর ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণালী তশতরীতে ময়ূর আসন অলংকৃত করে আছেন সবাই। এরা দীনের নিঃস্বার্থ খাদেম। রাসূলের সৈনিক। সত্যের পিয়াসী। মিথ্যার ত্রাস।

শান্ত নীরব একটি মজমা। এ মজমার নয়নতারাও সবার মধ্যমণি হয়ে উপবেশন আছেন অবনীর মানব মালঞ্চের সতত সৌরভ ছড়ানো শ্রেষ্ঠ কুসুম রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এছাড়াও আছেন আরো অনেকেই। অনেকের মতো আছেন সেই মখমল পেলব, ফুলেল চরিত্রধারী মহৎ প্রাণ হযরত আবু বকর (রাযিঃ)। এ মজমায় কোন হৈ-হুল্লোড় নেই। নেই কোন চঞ্চলতা বা অস্থিরতা। পীন পতন নিস্তব্ধতা বিরাজমান।

এই নিরিবিলি মনোরম পরিবেশের ভিতর উদ্বেল উর্মিমালার ভয়াল গর্জন সমুদ্রের মৌন পরিবেশকে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়ার মতই সহসা জনৈক লোক মহানুভব আবু বকরকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ

করলো। সে যেন কিছুতেই দমবার পাাত্র নয়। অনর্গল বলেই যাচ্ছে। আর আবু বকর! তিনি নিশ্চুপ! শুনে যাচ্ছেন অম্লান বদনে। না! তার মাঝে কোন উৎকণ্ঠা কিংবা উদ্বিগ্নতা নেই। নেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কোন প্রলেপ। প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের অনল প্রবাহ। পাশে বসে অনাবিল সুখের সোনালী দিগন্ত উন্মোচন করার ন্যায় মুখে এক ফালি মিষ্টি মধুর হাসি ছড়িয়ে অবলোকন করছিলেন মনোহর এ দৃশ্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছিলো তাঁর আশ্চর্যের পরিধি।

কিন্তু আবু বকর!

তিনিওতো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ! তার গায়েও আছে অন্যান্যদের মতই ক্রোধ ও উষ্মা!! কুঞ্চিত হলো তাঁর ধৈর্যের বিস্তীর্ণ ললাট।

ফাটল ধরলো সহিষ্ণুতার সীসাঢালা প্রাচীরে। বিষধর নাগিনীর সদৃশ্য বপু ছিপে গোটা রুধির উঠে এলো মাথায়। তিনি প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলেন। ইটের জবাব দিলেন পাথর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে নবীজীর স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখশ্রী ডালিম লাল হয়ে উঠলো। অযাচিত, অভাবিত কিছু একটা ঘটার ছাপ মূর্তিয়মান হয়ে উঠলো তাঁর দ্যুতিময় আদলে। তিনি নাখোশ হলেন। ভারাক্রান্ত মনে নরম কদম ফেলে পায়ে পায়ে চলে গেলেন। মজলিস ছেড়ে এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হঠাৎ প্রস্থানে হযরত আবু বকরের হৃদয়ের অবস্থা এমন হলো, যেন এক ঝাঁক কষ্ট গিয়ে আকাশে পরম নিশ্চিন্তে উড়ন্ত একটি শ্বেত কপোতের গায়ে বিঁধলো আর কপোতটি তড়পাতে তড়পাতে এসে পড়লো বিষণ্ন মরুর হৃদয়ে।

নবীজীর প্রিয় সাহাবী আবু বকর অনুশোচনা আর বিষাদের দাবানলে দহ্যমান হিয়া নিয়ে সাইমুম ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চললেন রাসূলের পিছনে। পেয়েও গেলেন নবীজীর দেখা। প্রথমেই নিজের গোস্তাখীর জন্য মাফ চেয়ে নিলেন। এরপর হৃদয়োৎসারিত এক আকাশ ভালোবাসা ও এক সাগর অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সুরভি মেখে অনুনয় ভরে বললেন– কোন অভিযোগ কিংবা অনুযোগ নয়। শুধু জানতে চাওয়া। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি স্বয়ংইতো

প্রত্যক্ষদর্শী। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। সেতো আমাকে অহেতুক গাল-মন্দ করলো। আমিতো নিছক তার প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু তারপরেও আপনি উঠে এলেন, এর হেতু কী?

নবীজীর নূরানী চেহারায় ছড়িয়ে পড়লো বেলিফুলের অপূর্ব শুভ্রতা আর সৌরভ। গোলাপী ওষ্ঠাধরে ঝিলিক দিয়ে উঠলো মৃদু হাসির ক্ষীণ রেখা। ধীরে ধীরে কেঁপে উঠলো তাঁর অধর যুগল। তিনি বললেন, আবু বকর! যতক্ষণ তুমি নীরব ছিলে, ততক্ষণ তোমার সাথে ছিলেন একজন ফেরেশতা। যিনি তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিলেন। যখনি তুমি প্রতিবাদী হলে। জবাব দিতে উদ্যত হলে। তখনি তিনি চলে গেলেন। আর বিপুল আনন্দ আহলাদে নেচে উঠলো মালাউন ইবলিস। ঝগড়ায় ইন্ধন দেয়ার কদর্য অভিপ্রায় নিয়ে দন্ডায়মান হলো তোমাদের মাঝে।

অতঃপর নবীজী বললেন- হে আবু বকর! এখন আমি তিনটি কথা বলছি যা দিবসের উদীয়মান সূর্যের মতই সত্য।

এক.

যে কেউ অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয় আর সে তার কোন প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে না, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় তাকে মার্জনা করে দেয়। এর বিনিময়ে সে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য, সম্মান ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হবে।

দুই.

যদি কেউ আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় ও স্থায়ী করার মানসে দানের দ্বার অবারিত করে। তবে প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ পাক তার অপেক্ষা অধিক তাকে দিবেন।

তিন.

যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাকিদে কিংবা মাজবুর হয়ে নয়, বরং ধন-দৌলত বৃদ্ধি করার ইরাদায় সওয়ালের ফটক খুলবে, আল্লাহ পাক তার ঐশ্বর্য আরো কমিয়ে দিবেন। (অবলম্বনে- মুসনাদে আহমাদ)

অনুপম অতিথি সেবা

দিনের দীর্ঘ সফর শেষে সূর্য তার ক্লান্ত দেহ অনেক আগেই পশ্চিমাকাশে এলিয়ে দিয়েছে। বেশ পূর্বে বিলীন হয়ে গেছে পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা সন্ধ্যার আবীর। আঁধারের আবরনে হারিয়ে গেছে আলোর চাদর। বিদায় নিয়েছে গোধূলির হৃদয়কাড়া প্রকৃতি। বন্ধ হয়ে গেছে পাখ-পাখালিদের কল-কাকলি। রাতের অমানিশা বনে ঝোপ-ঝাড়ে আর পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে পড়েছে। রৌদ্র দগ্ধ মরুর কোলে তখন শীতল বায়ুর সতেজ প্রবাহ।

নবীজী বসে আছেন তাঁর সম্মানিত উপস্থিতিকে ঘিরে বসে আছেন শ্রেষ্ঠ মানবতার কাফেলা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)। দিনভর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম আর ব্যস্ততার অবসরে আল্লাহর রাসূলের মুখ নিঃসৃত সুরুভি মাখা অপার্থিব কিছু হিরা-মোতি-পান্নার দ্বারা আপন হৃদয়ের খালি সিন্দুককে ভরাট করার বিপুল কৌতূহল তাদের স্বচ্ছ আদলে চকচক করছে।

ঠিক তখন, অজ্ঞাত পরিচয় এক লোক এসে হাজির। ফ্যাকাশে চেহারা। কুঠরাগত চক্ষু। শীর্ণ দেহ। প্রচন্ড ক্ষুধায় কাতর। শুষ্ক পাপড়ির মতো ওষ্ঠাধর শুকিয়ে গেছে। এসে কোন ভূমিকা ও জড়তা ছাড়াই নবীজীর কাছে বললো- আমি একজন নিতান্ত অসহায় লোক। জঠর জ্বালা আমায় তাড়া করছে।

তার অবস্থাদর্শনে দয়ার এক জীবন্ত আকাশ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় তন্ত্রীতে একটি বেদনার সুর মূর্ছনা তুলে তরঙ্গায়িত হতে লাগলো। কম্পন উঠলো তাঁর স্নেহ মমতার বিশাল

পাথারে। হিয়াজুড়ে শুরু হলো অসম্ভব কষ্টের তুষারপাত। দুঃখের এক পশলা হাহাকার তাঁর দীপ্ত মুখের রেখায় রেখায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বিলম্ব সহ্য করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালেন আপন পরিবারের কাছে ঘরে কোন খাদ্য থাকলে অনাহারক্লিষ্ট এক প্রার্থীর জন্য পাঠিয়ে দিতে।

আল্লাহর হাবীব যিনি একবেলা পেটপুরে খেয়ে অন্য বেলা না খেয়ে থাকতে পছন্দ করেন। যিনি জীবনের শেষ দিন অবধি একাধারে দুদিন তৃপ্তিভরে যবের রুটি খাননি। যার ঘরে দু'মাসের একদিনও উনুনে আগুন জ্বলেনি এমনও কেটেছে। তাঁর ঘরে সব সময় খাবার উপস্থিত না থাকাই তো স্বাভাবিক। জবাবও-এর ব্যতিক্রম কিছু এলো না। এ মুহূর্তে ঘরে পানি ভিন্ন আহারের কোন বস্তু নেই। এবার নবীজী সংবাদ পাঠালেন অন্য বিবির ঘরে। সেখান থেকেও একই জবাব এলো। এভাবে তিনি পালাক্রমে সকল বিবির ঘর শেষ করলেন; কিন্তু ভিন্ন কোন জবাব এলো না।

এরপর প্রিয় নবীজী মাথা উঠালেন। চোখ তুলে উপস্থিতদের প্রতি নজর বুলালেন। টর্চের আলোর মতো তাঁর তীক্ষ্ম নিখুঁত দৃষ্টি সবার উপর ঘুরে ঘুরে এলো। তারপর বৃষ্টির শেষে ভেসে উঠা নরম সূর্যালোকের স্নিগ্ধতা এবং কোমল পরশ তাঁর কণ্ঠে মেখে বললেনঃ তোমাদের মাঝে কে এই বান্দার আতিথেয়তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে তৈরী আছ? তার উপর আল্লাহর সবিশেষ রহমত অবতীর্ণ হবে।

আল্লাহর রাসূলের একটি আব্দারমাখা কথাই তো তাঁদের কাছে নির্দেশ সমতুল্য। নবীজীর কথা এখনও রফা হয়নি। কালবিলম্ব ঘটার সুযোগ এখনো মেলেনি। তখনি আত্মোৎসর্গের ঝর্ণাধারায় স্নাত হতে হতে দাঁড়িয়ে গেলেন আবু তালহা আনসারী (রাযিঃ)। বিনয়ে বিগলিত কণ্ঠে বললেন- আমি প্রস্তুত ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁর কথায় প্রিয় নবীজী দারুণ আনন্দিত হলেন। ভীষণ পুলকিত হলেন। তাঁর হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে বয়ে গেলো খুশির জোয়ার।

উষর মরুর নরম বালিতে পায়ের ছাপ ফেলে মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পথে ছুটে চললেন সাহাবী তালহা আনসারী (রাযিঃ)। তাঁর হৃদয়ে

ছলছল প্রবাহে অবিরত বয়ে চলছে হরষের অগণিত প্রস্রবণ। কারণ, আজ তিনি দরবারে নবীজীর অতিথি খাওয়াবেন। বাড়ি পৌঁছে বিবিকে কাছে ডেকে কানে কানে বললেন- এ মুহূর্তে মেহমানদারী করানোর মতো কোন খাবার তোমার কাছে আছে কী? বিবি ধরা গলায় বললেন- বাচ্চাদের জন্য রাখা সামান্য কিছু খাবার ব্যতীত অতিরিক্ত কোন খাবার নেই।

বিবির উত্তর শোনে সাহাবী তালহার মনের আকাশে খুশির পায়রাগুলো ডিগবাজি খেতে লাগলো। চোখে-মুখে আনন্দ-উচ্ছাসের মোহনীয় দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো। উৎফুল্ল বিগলিত হৃদয়ে বিবিকে বললেনঃ তুমি শিশুদের কোনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর শোন মেহমান যখন খেতে দস্তরখানায় উপবেশন করবেন তখন আমাদের ভাব-ভঙ্গিমা এমন হবে যেন আমারাও তাঁর সঙ্গে খানায় শরীক হচ্ছি। সব আয়োজন শেষে মেহমান যখন খেতে আরম্ভ করবেন, সে সময়ে তুমি প্রদীপ ঠিক করার বাহানায় কৌশলে নিভিয়ে দিবে। ঘরময় অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লে তিনি বুঝতে পারবেন না, আমরা তাঁর সঙ্গে খাচ্ছি কি না। যেমন কথা তেমন কাজ।

খেতে তো সবাই বসলেন; কিন্তু খেলেন মেহমান একাই। আর তারা দু'জন সন্তানসহ অনাহারে রাত্রি যাপন করলেন।

আহা! সেই ইতিহাসখ্যাত মনোরম দৃশ্য বুঝি তখন ঘুমন্ত মদীনার নিঝুম আকাশ, আলো ঝলমল তারকা, শুভ্র মেঘমালা সবাই যেন ডাগর ডাগর আখি মেলে দেখছিল, মর্তের পৃথিবীতে একি ঘটতে যাচ্ছে? সন্তান-সন্ততি, বিবি, আপন জীবন সকল কিছুর উর্ধ্বে ও কী একজন অতিথির মর্যাদা! আপ্যায়ন!!

দীঘল রজনীর বিদায় শেষে প্রভাত হয়েছে। পূর্ব গগনে উদিত হয়েছে রক্তলাল জ্যোতিময় অরুণ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সকালের ফকফকে কোমল আলো। ভোরের বিমল সমীরণে পৃথিবীর পরিবেশ বিধৌত। প্রতিদিনের ন্যায় আজ ও যথারীতি বসেছে মানুষ ও মানবতার মহান শিক্ষকের তা'লিমের শ্রেষ্ঠ আসর। একে একে সত্য প্রেমিক আলোর পিয়াসী সকল সাহাবীরাও এসে জমা হতে শুরু করছেন। অন্যান্য সকলের

ন্যায় ভোরের স্নিগ্ধতা মাথায় নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন সাহাবী তালহা (রাযিঃ) ও।

আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখ নিঃসৃত শাশ্বত পয়গাম শোনার তরে সবার ঔৎসুক্য ও কৌতূহল আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে। যেন গ্রীস্মের কাঠ ফাটা রোদ্দরে মৃত্তিকা খণ্ডরা এক পশলা বৃষ্টির জন্য অধীর।

প্রতীক্ষার কালো যবনিকা অপসারণ করে নবীজী আসরে তাশরীফ আনলেন। তখন তাঁর ওষ্ঠাধারে ছড়িয়ে আছে পুস্পিত শতদলের স্নিগ্ধ পরাগের নিটোল হাসি। এসে প্রথমেই তিনি সাহাবী তালহা ও তার স্ত্রীর নাম ধরে সকলকে সুসংবাদ শোনালেন। প্রতিটি বর্ণে ও শব্দে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপার্থিব আবীরের প্রলেপ দিয়ে বললেন, বিগত রজনীতে আল্লাহপাক তাঁদের দু'জনের কর্ম দেখে দারুণ সন্তুষ্ট হয়েছেন। রাসূলের কথায় নিমিষে আসরের রং পাল্টে গেলো। এক আশ্চর্য সুন্দর অভিব্যক্তি যেন মজমায় উপবিষ্ট সবার হৃদয়ের নীলাভ আকাশে শ্বেত কপোতের মতো ডানা ঝাঁপটিয়ে উল্লাস করতে লাগলো।

হাদীসের স্বর্ণ সম্ভার হয়ে উঠলো আরো বিশাল ভারী ও সমৃদ্ধ। এখানেই কী শেষ? সঙ্গে সঙ্গে দোলে উঠলো আরশে আযীম। সপ্ত অন্ত রীক্ষের কঠিন প্রাচীর ভেদ করে অহী নিয়ে হাজির হলেন ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল আমীন। সশব্দে আন্দোলিত হলো রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঠোঁট-মুখ। উপস্থিত সবাইকে পাঠ করে শোনালেন কুরআনের দীপ্ত ঘোষণা-।

নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদের নিজের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। (হাশর-৯) একটি ঘটনা শিক্ষা সাগর হয়ে সোনার হরফে লিপিবদ্ধ হলো হাদিসের পাতায়। কুরআনের পৃষ্ঠায়, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো নির্বাক বসুমতী। (অবলম্বনে ঃ বুখারী-মুসলিম)

তুলনাহীন তাঁরা

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবার। চোখ জুড়ানো মনভুলানো স্বর্গীয় পরিবেশ। রহমত, বরকত এবং মঙ্গল ও অনন্ত কল্যাণের পুষ্পবারি বর্ষিত হয় হরদম। অশান্তির কালো শকুন এ দরবার থেকে চিরতরে বিতাড়িত, চির শান্তি ও মুক্তির বাসন্তী সমীরণ প্রবাহিত। এ মজলিসে সমবেত সবার অন্তররাজ্য ফোয়ারার পানির মতো টলটলে স্বচ্ছ পরিষ্কার। ঈমানের অনির্বাণ আলোকমালায় টুইটুম্বর। এখানে সতত আলোচিত হয় ইহজীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানের সফলতা-ব্যর্থতা, আনন্দ- বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সকল কিছুই ক্ষণিকের জন্যে। এর উপর ভরসা করা ও মন লাগানো, একে সুসজ্জিত করার তরে ব্যাপৃত থাকা নিছক নির্বোধের পরিচায়ক বৈ নয়।

অপরদিকে পরজীবন চিরস্থায়ী। সেখানের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, শাস্তি ও যাতনা সকল কিছুই অনন্ত। অনিঃশেষ। জান্নাত- এ মজমার সকলের ইপ্সিত লক্ষ্য। অফুরন্ত আখিরাতের অপার নিয়ামতরাশির সামনে তাদের কাছে দুনিয়ার সবই নস্যি। একেবারে মূল্যহীন। আখিরাতকে পাওয়ার জন্য তারা ব্যাগ্র উন্মুখ। পার্থিব আবিলতার মোহময় আবেদন থেকে তাদের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে।

নবীজীর মুখ নিঃসৃত মিষ্টি মধুর কথাগুলো যখন মোহময় হয়ে তাদের মাঝে বাতসের কোলে-পিঠে করে ছড়িয়ে পড়ে তখন এক অপার্থিব ছোঁয়ায় তাঁরা নিমিষে হারিয়ে যায় অন্য জগতে। তাদের চোখের তারায় তারায়, হিয়ার পরিচ্ছন্ন আরশিতে জীবন্ত হয়ে প্রতিভাত হতে থাকে অগাধ নিয়ামত রাজি দ্বারা শোভিত শান্তি-সুখের স্নিগ্ধ কোমল মনোহর নিকেতন, সবুজাভ জান্নাতের মনোরম দৃশ্যাবলী। সে সময় জান্নাত লাভের নিমিত্ত তারা আরো

মাতোয়ারা, আরো আত্মহারা হয়ে যায়। কিন্তু শ্বাশত সত্যকে তো আর কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। 'মানুষের মন আর আকাশের রং একই'। মুহূর্তে বদলে যায়। তারাও এ সীমার বাইরে নয়। নবী দরবার ছেড়ে বাইরের জগতে পা রাখতেই ভাটা পড়ে পূর্বের অবস্থায়। ক্রমশ শুরু হয় ঈষৎ পরিবর্তন।

সেদিন আরবের আকাশ ছিলো সম্যক মেঘমুক্ত। একেবারে নীলাম্বরে। চারদিকে বিরাজমান ছিলো গনগনে উত্তাপ। আগুনের লকলকে শিখা যেন লুকোচুরি খেলছিলো মরু বাতাসের কোলে। মধ্যাহ্নের প্রখর তেজদীপ্ত মিহির যেন নিরন্তর নিক্ষেপ করে যাচ্ছিলো অগ্নিগোলা। তার নির্দয় আঘাতে গোটা প্রকৃতি যেন আহত, ক্ষত-বিক্ষত। কাবাবের ন্যায় দগ্ধ, ঝলসিত। বৈরী এ পরিবেশে বাইরে বেরুবার কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে! কেঁপে ওঠে অন্তরাত্মা! নিশ্চল স্তম্ভের মতো অচল হয়ে যেতে চায় হাত-পা। নীহারের ন্যায় জমে যেতে থাকে সারা দেহের রুধির।

যাইহোক প্রয়োজন তো আর মানুষকে ঘরে বসে থাকতে দেয় না। তবে লোকজনের আনাগোনা হয়ত অন্যদিনের তুলনায় আজ অনেকটা কম।

ঠিক তখন দূর হতে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত হানযালা ইবনে রবিয়াকে (রাযিঃ) দেখেন। হানযালার অবস্থা অবলোকনে তার অন্তরে খেলে গেলো বিদ্যুতের ঝিলিক। সূচনা হলো অশুভ চিন্তার দাপাদাপি। দেখতে দেখতে একেবারে কাছে চলে এলেন। কণ্ঠে গভীর সমবেদনার প্রলেপ মেখে শোধালেন, হে হানযালা! কি অবস্থা তোমার ? উত্তরে হানযালা বললেন- হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। জবাব শুনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তো একেবারে থ'! বিস্ফোরিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন! যেন তিনি স্বপ্নলোকে কিংবা শূন্যলোকে। তার কণ্ঠ চিরে বিস্ময় ঝরে পড়লো, তুমি কি বলছো?! কিন্তু হানযালা থেমে নেই এক নিঃশ্বাসে বলেই যাচ্ছেন-আমরা যখন নবীজীর দরবারে তাঁর সান্নিধ্যে থাকি এবং তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের চরম শাস্তি আর জান্নাতের পরম সুখের কথা বলেন, তখন সেগুলো যেন অন্তর চক্ষু দিয়ে দিব্যি দেখতে পাই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! বিস্ময় ভরা তার কথা! রাসূলের সংশ্রব ছেড়ে তার চোখের আড়াল হতেই দারা পুত্র পরিবারের মোহ আর জমি-বাড়ির প্রবল

আকর্ষণের কাছে সকল কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। সে অবস্থা আর থাকে না, অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়, ভুলে যাই অনেক কিছুই।

হানযালার জবাব শুনেতো কোমল হৃদয় আবু বকর বিলকুল স্তম্ভিত! "বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়ার মতই তার অবস্থা।" সাথে সাথে বেসামাল হতাশায় এক চিলতে কালো মেঘ উড়ে এলো তাঁর হৃদয়ে। শুরু হলো হৃদ কম্পন। বিস্ময়ের পর্বত ছোঁয়া চূড়া থেকে তিনি যেন আছড়ে পড়লেন লোনা পানির দরিয়ায়। চোখে-মুখে ব্যাকুলতার ছাপ, বললেন-আরে! হানযালা! আমারও তো ঐ একই হালত! অতীব আক্ষেপ আর মর্মপীড়া নিয়ে উভয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চললেন দরবারে নববীতে। দারুণ অস্থির। অত্যন্ত বেকারার। অন্তর জুড়ে অস্বাভাবিক আলোড়ন, ভীষণ মর্মাহত হৃদয়ে মনের অবস্থা সবিস্তারে খুলে বললেন নবীজীকে। অশ্রুমালায় তখন তাঁর দু'চোখ ছলছল করছে। ভাবাবেগে ভারী হয়ে এসেছে তার স্বর। নবীজীও অতি মনযোগের সাথে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করলেন তার বেদনা বিধুর কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন তাঁর মনের অসাধারণ তোলপাড়।

এরপর তিনি ভাবতে লাগলেন। আকণ্ঠ ডুবে গেলেন ভাবনার কিনারাবিহীন অর্ণবে। তার চিন্তার অদৃশ্য ডানা আলোর গতিতে উড়তে উড়তে দূরে বহু দূরে নিঃসীম শূন্যলোকের সীমানা পেরিয়ে অনন্তলোকে গিয়ে হাজির হলো। আবার একই গতিতে ফিরে এলো ধূলির ধরায়। এবার মৃদু বাতাসের দোলায় দোলায়িত কুসুমকলির ন্যায় রাসূলের শির দুলে উঠলো। চির সুন্দর অধর যুগর কেঁপে উঠলো।

বললেন- সেই গুরুত্ববহ শব্দটি যা তিনি কোন কথাকে সংশয়মুক্ত মজবুত ও শক্তিশালী এবং অন্তরে বদ্ধমূল ও প্রণিধানযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রায়শই বলে থাকেন- হ্যাঁ, দিল-কান খুলে শুনে রাখ- ঐ মহান পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতের মুঠোয় আমার জান। আমার মজলিসে থাকাকালীন তোমাদের যে অবস্থা থাকে, তা যদি প্রতিনিয়ত বিদ্যমান থাকতো তবে নীল আসমানের নিষ্পাপ ফেরেশতারা অবধি তোমাদের সাথে ঘরে-বাইরে সর্বত্র মুসাফা করতো। কিন্তু হে হানযালা! অহর্নিশ এ অবস্থা থাকবে না, সময়ে সময়ে পরিবর্তন আসবে। এমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন। (অবলম্বনে- সহীহ মুসলিম)

মানুষ যা জানে না

আরব ভূমি। মরু সাহারার দেশ। যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ প্রান্তর। দিগন্ত জোড়া তরঙ্গহীন অকূল বালু সাগর। গ্রীষ্মকাল। ভর দুপুর। মরুর সূর্য তখন মধ্য গগনে। চারদিকে গনগনে উত্তাপ। লু-হাওয়ার প্রচন্ড মাতামাতি। ভীষণ গরম। মাথার ছাতি ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা। এরই মাঝে কোথাও হতে বাড়ি ফিরছে এক পথিক। গরমে অস্থির! পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত!! পথ চলতে চলতে হন্যে হয়ে পানির সন্ধান করছে। হঠাৎ নযরে পড়লো একটি কূপ। সাথে সাথে তৃষ্ণাকাতর শুস্ক চৌচির হৃদয় আলয়ে জ্বলে উঠলো আশার বাতি। খুশির তালে তালে হরিণ ছানার মতো নেচে উঠলো হৃদয় মন। গোটা অবয়ব জুড়ে প্রবল বেগে নিরন্তর বয়ে চললো বিপুল প্রফুল্লের অগণিত ফোয়ারা।

কিন্তু কাছে পৌঁছে পানি উঠানোর মতো ডোল-বালতির কোন ব্যবস্থা নেই। একটু আগের জ্বলে উঠা আশার প্রদীপটা দপ করে নিভে গেলো। নিমিষে বিষাদের কালো ছায়া বানের পানির ন্যায় সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো। আশার গুড়ে বালি পড়লো। আহ! জীবন বুঝি যায় যায়!!

অবশেষে অগত্যা প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি কূপের ভিতর অবরোহন করলো। মনভরে আকণ্ঠ পানি পান করলো। মুহূর্তে উবে গেলো শরীরের সকল অবসাদ ও ক্লান্তি। বেশ ঝরঝরে চাঙ্গা হয়ে উঠলো তনুমন। মহামহিম আল্লাহ পাকের প্রতি অমিত কৃতজ্ঞতায় কানায় কানায় ভরে উঠলো তার হৃদয়লোক। এরপর ধীরে ধীরে কূয়া হতে উঠে এলো উপরে। এবার সে নব উদ্যমে বাড়ির পথে যাত্রা করলো। এক কদম, দু'কদম সামনে এগুতেই খুব দূরে নয়, কাছে সহসা দৃষ্টি পড়লো

একটি কুকুরের উপর। কুকুরটি কাঁদা খাচ্ছে আর খুব হাফাচ্ছে। তখন তার অবচেতন মন বলে উঠলো, সেওতো আমার মতই পিপাসার্ত। তৃষ্ণার্ত। নির্বাক বোবা প্রাণী কুকুরের অবস্থা নিরীক্ষণে তার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হলো। আহ! এওতো আল্লাহর এক মাখলুক! তাঁরই এক সৃষ্টি, অসম দুঃখের এক পসরা হাহাকার তার অন্তরে ছড়াতে লাগলো বেদনার পিচকারী।

তাঁর মাথায় এখন দুদিকের চিন্তার ডানা ঝাপটানি আরম্ভ হলো। এক-এ সময়ে তার ত্বরা করে বাড়ি পৌঁছে নিজের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা। দুই-স্থীয় জীবন বাজি রেখে আবারো কূয়ায় নেমে এই বোবা প্রাণীকে পানি পান করানোর দ্রুত ব্যবস্থা করা।

এ দুয়ের সন্ধিক্ষণে দোলতে থাকলে তার বিবেক তাকে বললো, হোক না তোমার শত কষ্ট! তবু একে পানি পান করানো তোমার মানবিক দায়িত্ব। নৈতিক কর্তব্য। উন্মোচিত হয়ে গেলো তার চেতনার রুদ্ধ দুয়ার। সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে আবার কূয়ায় অবতরণ করলো।কিন্তু পানি উপরে আনবে কিভাবে? তখন খুলে নিলো নিজের পায়ের পরিহিত মোজা। তাতেই পানি ভরলো। তারপর উঠে এলো উপরে। পানি ভর্তি মোজাটি তুলো ধরলো পিপাসার্ত কুকুরের মুখের সামনে। প্রাণভরে কুকুরটি পানি পান করলো। এক মাখলুকের প্রতি আশরাফুল মাখলুকের দয়া প্রদর্শনের এ মানযার দেখলেন, বিশ্ব নিয়ন্তা। তার কাছে এ কাজটি খুব পছন্দ হলো। অতি ভালো লাগলো। তিনি তো গুণগ্রাহী। তাই এর প্রতিদান ও দিলেন সে রকম। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার এলো তাঁর রহমতের বিশাল দরিয়ায়। তার এক ফোঁটা ছিটকে এসে পতিত হলো ঐ সৌভাগ্যবান পথিকের উপর। ফয়সালা হয়ে গেলো ক্ষমার।

আল্লাহর রাসূলের কথা শেষ হলে উপস্থিতিদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো বিস্ময়ের রেশ। চোখে মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠলো নীরব প্রশ্ন। অনুচ্চারিত সে প্রশ্ন হৃদয়ের নিঃশব্দ ভাষায় ফেনিলের সদৃশ ভেসে বেড়াতে লাগলো। এক সময় সে প্রশ্ন ভাষার সোপন বেয়ে হৃদয় থেকে উঠে এলো মুখে। সকলের কণ্ঠ হতে একযোগে বিস্ময় ঝরে পড়লো! ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই

নির্বাক জানোয়ারের কষ্ট দূরিভূত করার ভিতরেও কী আমাদের সওয়াব নিহিত আছে? আবার সশব্দে আন্দোলিত হলো প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ। নারিকেলের পাতার মত তির তির করে কেঁপে উঠলো তাঁর ঠোঁট। তিনি বললেন- হ্যাঁ, প্রত্যেক জানদারের কষ্ট দুর করার মাঝে সওয়াব রয়েছে।

অপর দিকে আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখেই শুনতে পাই বনী ইসরাইলের পাষাণ হৃদয় জনৈকা রমণীর জাহান্নামে যাওয়ার ঘটনা। একটি বিড়ালকে সে বেঁধে রেখে ছিলো। যেটিকে সে নিজেও কোন দানা-পানি দেয়নি যা খেয়ে সে বাঁচবে। আবার বাঁধন মুক্ত ও করে দেয়নি যে, সে নিজেই যমীনের কিড়া প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করবে। অবশেষে বিড়ালটি অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আহ! কত নির্মম এ দৃশ্য। তার এ নির্দয় আচরণে আল্লাহ পাক অতীব নাখোশ হোন। সে পতিত হয় জাহান্নামে।

তাই বলা যায় না। কেউ জানে না, বলতে পারে না। কার কোন আমল কখন আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়ে যায়, আর ঐ আমল তার নাজাত ও মুক্তির অসীলা বনে যায়। এবং কার কোন আমল কখন আল্লাহর কাছে অপছন্দ হয়ে যায়, আর ঐ আমল তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই জীবনের প্রতিটি কদম ফেলতে হবে খুব হিসাব করে। প্রত্যেকটি কাজ করতে হবে সতর্কতার সাথে।

অপরিচিত ঘর

মসজিদে নববী। মদীনাবাসী আল্লাহভক্ত মুমিনদের প্রাণ-প্রিয় ইবাদাতগাহ। এখানে নেই কোন আলোর ঝলকানি। নেই মার্বেল পাথরের আকাশচুম্বি মিনার ও গম্বুজ। নেই সুনিপুণ কারুকার্য খঁচিত মেহরাব ও চোখ ঝলসানো ঝাড় বাতির সমারোহ। একেবারেই ছিমছাম, অনাড়ম্বর ও জাঁকজমকহীন। মেঝেতে পাথরের টুকরো বিছানো, খেজুর পাতার ছাউনি আচছাদিত এ মসজিদের ইমাম হচ্ছেন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সেদিন তখন আযান হয়েছে। নামাযের সময় অত্যাসন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছেন সাহবায়ে কেরাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঘর থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। শান্ত-মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছেন মসজিদ পানে। এক সময় থেমে গেলো তাঁর চলার গতি। তিনি পৌঁছে গেছেন মসজিদের প্রধান ফটকে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে নামাযের জন্য আগতদের অবস্থা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁরা মসজিদ চত্বরেই কথা বার্তা বলছেন এবং হাসা-হাসি করছেন।

মসজিদে সমবেতদের হালত দেখে নবীজীর মন ভারী হয়ে উঠলো। তিনি বিচলিত হলেন! তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো। উহ! এদের মাঝে যে উদাসীনতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে..। তাই বিশ্ব মানবতার একান্ত হিতৈষী, চির কল্যাণকামী, অতি দরদী মানব ও আদর্শ শিক্ষক- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেন তাদের এ অবস্থার সংশোধন করতে। সে

লক্ষ্যেই তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন- আমি তোমাদিগকে এমন বস্তুর কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা সে বস্তুর স্মরণ কর তবে সে তোমাদের হাসি আনন্দ দূর করে দেবে। তা হচ্ছে- তোমরা গাফলত দূরকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর।

অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ছোট বাক্যের মাধ্যমে তুলে ধরলেন কবরের পরিচয়ঃ 'কবর প্রত্যহ মানুষকে ডেকে ডেকে বলে- আমি অপরিচিত ঘর। নির্জনতার ঘর। মাটির ঘর। কীট-পতঙ্গের ঘর।'

বাক্যগুলি বলেই বসে রইলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যাখ্যাও পেশ করলেন। অর্থাৎ মৃত্যুর পর যখন কোন মু'মিন বান্দাকে কবরে রাখা হয়। তখন কবরের যমীন তাঁকে নবাগত অতিথির ন্যায় সম্মান করে। প্রফুল্ল বিগলিত মনে বলতে থাকে- মারহাবা! আমার মনের মানুষ এসেছে। সে তাঁর আপন বাড়িতেই এসেছে। তোমার জানা থাকা উচিৎ যে, যত লোক আমার বক্ষে বিচরণ করতো, তাদের মাঝে তুমিই ছিলে আমার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রিয়। আজ তুমি আমার সান্নিধ্যে আগমন করেছ। তোমাকে আমার হাতে অর্পণ করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে তোমার খেদমত ও সুখ-শান্তির তরে আমি কী ব্যবস্থা করছি। তারপর দৃষ্টি সীমার শেষ অবধি কবর তাঁর জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং জান্নাতের দিক থেকে তাঁর জন্য একটি দরজা অবারিত করে দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে কাফের বান্দাকে যখন কবরে রাখা হবে তখন কবরের যমীন তাকে সম্বোধন করে বলতে থাকে- আমার উপর যত মানুষ চলাফেরা করতো, তুমি তাদের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট এবং ঘৃণিত ছিলে। আজ তোমাকে আমার নিকট সোপর্দ করা হয়েছে। এখন তুমি আমার করতলগত। এখনি দেখতে পাবে তোমার সঙ্গে আমার আচরণ! নবীজী বলেন, তারপর যমীন চার দিক থেকে তাকে এমন কঠিন চাপ দিবে যে, তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যাবে।

হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলি অপর হাতের আঙ্গুলির মাঝে ঢুকিয়ে তার বাস্তব চিত্র আমাদের দেখান এবং সাথে সাথে বলেনঃ 'এতেই তার শাস্তি শেষ হবে না; বরং তর উপর সত্তরটি বিষধর সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হবে। যেগুলোর একটি সাপ যদি দুনিয়ার বুকে একবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো, তবে কিয়ামত পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে কোন সবুজ তৃণলতা উদগত হতো না। এই সর্পগুলো তাকে মহাপ্রলয় ও হিসাব-নিকাশের দিন পর্যন্ত অনবরত দংশন করতে থাকবে এবং নখর দিয়ে আঁচড় কাটতে থাকবে।'

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে বাক্যটি উচ্চারণ করেন তা হলো- 'কবর হয়তো জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান, অথবা দোযখের পরিখা সমুহের একটি পরিখা।' (তিরমিযী শরীফ অবলম্বনে)

বিস্ময়কর সাক্ষাৎকার!

এক

সুন্দর এক প্রভাত। সকালের সূর্যের ঝকঝকে আলোয় উদ্ভাসিত জেরুজালেমের নীলাকাশ। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবার তখন জেরুজালেমে। নিত্যদিনের ন্যায় আজও তিনি জমকালো পোশাক পরে তাঁর কুরসীতে উপবেশন করেছেন। শুরু হয়েছে রাজ সভার কাজ। কিন্তু আজ আর রোম সম্রাটের চেহারায় বিজয়ের হাসির ঝলক নেই। নেই পূর্বের ন্যায় চাঞ্চল্য! আজ তিনি ভীষণ চিন্তাক্লিষ্ট! আপাদমস্তক ছেয়ে আছে বিষণ্নতায়। সহসা সম্রাটের চেহারার পরিবর্তন দেখে দরবারীগণ অজানা আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তখন তাঁর দরবারের জনৈক পাদ্রী বললেনঃ আজ আমরা আপনাকে খুব বেশী চিন্তাযুক্ত দেখছি, এর হেতু কী? জবাবে সম্রাট বললেনঃ

'আজ রজনীতে আমি জ্যোতির্বিদ্যার গণনা দ্বারা বিদিত হয়েছি যে, খাতনাধারী জাতির সম্রাট বিজয়ী হয়েছে। সুতরাং জানা দরকার বর্তমান জাতি সমূহের মাঝে কোন জাতি খতনা করে।'

দরবারের সবাই বললো, একমাত্র ইহুদীরাই খাতনা করে। কিন্তু এরা একেবারেই দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। আপনি ওদের জন্যে মোটেই চিন্তিত হবেন না। অবশ্য রাষ্ট্রের সকল শাসনকর্তাদের নিকট এ ফরমান পাঠান যে, ইহুদী জাতিকে যেন সমূলে উচ্ছেদ করে দেয়া হয়। এই আলোচনা যখন হচ্ছিলো, এমন সময় হিরাক্লিয়াসের দরবারে একজন লোককে উপস্থিত করা হলো। যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছেন। সেই লোকটি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খবর বলছে। তাকে কাছে ডেকে হিরাক্লিয়াস সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন দরবারের লোকদের নির্দেশ দিলেন, দেখ এই লোকটির খাতনা করা কি না? সকলে সন্ধান করে বললো, হ্যাঁ, সে খাতনা করানো এবং তার কাছ থেকে আরও জানা গেলো আরব জাতিরা সবাই খাতনা করে।

অতপর হিরাক্লিয়াস বললেন, এরাই বর্তমান যুগের বাদশাহ। আমি জ্যোতির্বিদ্যায় যা দেখেছি তাতে এদেরই বিজয় ঘোষণা করা হয়েছে। উপরোক্ত কথাগুলো বলেন, হিরাক্লিয়াসের অকপট বন্ধু এবং সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা ও প্রধান পাদ্রী ইবনে নাতুর।

দুই

গাসসানের শাসনকর্তা হিরাক্লিয়াসের কাছে যে লোকটিকে প্রেরণ করেছিলেন,তিনি রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রবাহক হযরত দিহইয়া কালবী (রাযিঃ)। তিনি যখন পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন হিরাক্লিয়াস ইলয়া শহরে এসে দরবার সাজিয়েছেন। পত্র পেয়ে সম্রাট সিরিয়ায় সফররত কোরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান। কাফেলা দরবারে উপস্থিত হলে দোভাষী মারফত কথা-বার্তা হয়। কাফেলার সরদার আবু সুফিয়ান বলেন, দোভাষী মারফত হিরাক্লিয়াস আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আরব দেশে যে লোকটি নবুওয়াতের দাবী করছে তার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় আপনাদের মাঝে আছেন কী? যদি থাকেন, তিনি কে? আবু সুফিয়ান বললেন, আমিই-তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, আলীজাহ!

হিরাক্লিয়াস তখন আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে বললেন, এই লোকটিকে আমার সামনে বসাও এবং অন্যান্য সাথীদের পিছনে বসাও।

তারপর হিরাক্লিয়াস দোভাষীকে বললেন, তুমি ওদেরকে বলে দাও, আমি তার নিকট নবুওয়াতের দাবীদার লোকটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করবো, যদি সে কোন মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তার মিথ্যাটুকু আমার কাছে ধরিয়ে দিবে।

তিন

(১) হিরাক্লিয়াস ঃ এই লোকটির জন্ম কী রূপ বংশে?

আবু সুফিয়ান ঃ তাঁর জন্ম অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে।

(২) হিরক্লিয়াস ঃ এই কথা অর্থাৎ নবুওয়াতের দাবী আপনাদের বংশে তাঁর পূর্বে অন্য কেউ করেছেন কী?

আবু সুফিয়ান ঃ না।

(৩) হিরাক্লিয়াস ঃ তাঁর বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা-বাশদাহ ছিলেন কী?

আবু সুফিয়ান ঃ না।

(৪) হিরাক্লিয়াস ঃ ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁর দল ভুক্ত হয় বেশী, না গরীব জন সাধারণ?

আবু সুফিয়ান ঃ গরীব জন সাধারণ।

(৫) হিরাক্লিয়াস ঃ তাঁর দলের লোক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, না কমছে?

আবু সুফিয়ান ঃ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে বৈ কমছে না।

(৬) হিরাক্লিয়াস ঃ কেউ তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উহা পরিত্যাগ করে কী?

আবু সুফিয়ান ঃ না ।

(৭) হিরাক্লিয়াস ঃ এই দাবী উত্থাপনের পূর্বে কভু কি এই লেকটির কোন মিথ্যাবাদীতা আপনাদের কাছে ধরা পড়েছে?

আবু সুফিয়ান ঃ কক্ষনো না।

(৮) হিরাক্লিয়াস ঃ এই লোক কি আদৌ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে?

আবু সুফিয়ান ঃ না। কিন্তু সম্প্রতি আমরা একটি সন্ধি চুক্তি করেছি, জানি না ঐ ব্যাপারে তিনি কি করেন।

(৯) হিরাক্লিয়াস ঃ তাঁর সঙ্গে আপনাদের কোন যুদ্ধ হয়েছে কি? এবং হয়ে থাকলে যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?

আবু সুফিয়ান ঃ হ্যাঁ, হয়েছে। যুদ্ধে কখনো তিনি জয়ী হন, আমরা পরাজিত হই। আবার কখনো আমরা জয়ী হই, তিনি পরাজিত হন।

(১০) হিরাক্লিয়াস ঃ তিনি আপনাদিগকে কি কি আদেশ করে থাকেন?

আবু সুফিয়ান ঃ তিনি আমাদিগকে এই সব আদেশ করে থাকেন-

* এক আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যাবতীয় কুসংস্কার ত্যাগ কর।

* নামায কায়েম কর।

* যাকাত আদায় কর।

* সত্যবাদী হও।

* সংযমী হও।

* প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি রক্ষা কর, ভঙ্গ করো না।

* আমানতের হিফাজাত পূর্ণরূপে করে প্রত্যেককে তার হক নিজ দায়িত্ব জ্ঞানে পৌঁছে দাও।

* মানুষের সাথে কর্কস ব্যবহার করে বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী হয়ো না। বরং প্রত্যেকের সাথে মধুর ব্যবহার দ্বারা মিল মুহাব্বত কায়েম রাখ।

বিশেষত ঃ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা, মামা-ভাগ্নে, ফুফু-খালা, এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী যাদের সঙ্গে সর্ব সময় মেলা-মেশা ও উঠা-বসা হয়ে থাকে তাদের সঙ্গে রুঢ় আচরণ করে মনে ব্যথা দিওনা। সর্বাবস্থায় ভালো ব্যবহার দ্বারা তাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা স্থাপন কর।

আবু সুফিয়ানের নিজের স্বীকারোক্তি 'হিরাক্লিয়াসের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বের বেলায় যদি দরবারে উপস্থিত অন্যান্য কুরাইশ কর্তৃক মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করার শংকা না থাকত, তবে আমি অবশ্যই মিথ্যা বলতাম'।

চার

আবু সুফিয়ান বলেন, এই দশটি প্রশ্নোত্তরের পর হিরাক্লিয়াস প্রতিটি উত্তরের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন- দোভাষীকে বললেন- তুমি বুঝিয়ে দাও যে, আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল তার বংশ সম্বন্ধে। জবাবে তিনি বলেছেন, তাঁর বংশ অতি শরীফ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূলগণ উঁচু বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ইতোপূর্বে তাদের মাঝে এই দাবী অন্য কেউ করেছে কী? জবাবে তিনি না বলেছেন। যদি হ্যাঁ বলতেন, তবে বুঝতাম এটা বংশের প্রতিক্রিয়া।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, তাঁর বংশে কেউ কি শাসক ছিলো? তাও তিনি অস্বীকার করেছেন। যদি এমন হতো তবে ধরে নিতাম তাঁর বংশের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্যে সে এই পথ অবলম্বন করেছে।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, তাঁর অনুসারী সম্পর্কে। তিনি জবাব দিয়েছেন তাঁরা অখ্যাত ও সাধারণ শ্রেণীর। নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের অনুসারীরা এরূপই হয়ে থাকেন।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল, তাঁর অনুসারীরা কি কখনো দূরে সরে যায় কিংবা ভিন্ন হয়ে যায়? তিনি জবাব দিয়েছেন, না। ইহাই ঈমানের স্বাদের গুণ। যার হৃদয় একবার এ আলোয় আলোকিত হবে, সে কস্মিন কালেও পিছু হটবে না।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ছিল, কথা-বার্তায় ও অঙ্গীকার রক্ষায় কেমন? তিনি জবাব দিয়েছেন, অত্যন্ত সত্যবাদী ও ওয়াদা পালনকারী। নবীগণ এমনই হয়ে থাকেন।

সপ্তম প্রশ্ন ছিল, শিক্ষা দান সংক্রান্ত। তিনি উত্তর দিয়েছেন শিরক ও প্রতিমার আরাধনা হতে বারণ, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা এবং তাঁর হুকুম পালন, নৈতিকতা, সততা, সত্যবাদীতা, নেকী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নাও, নবীগণের শিক্ষা এরূপই হয়ে থাকে।

সুতরাং তিনি যা কিছু বলেছেন, তার যদি ষোলকলাই সত্য হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তিনি আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী। একদিন রোম সাম্রাজ্য তাঁর কর্তৃত্বে চলে যাবে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মাধ্যমে এ জ্ঞান আমার ছিলো যে, একজন আখেরী নবীর আবির্ভাব হবে, তবে আরবেই তাঁর আবির্ভাব ঘটবে, এটা বিদিত ছিলাম না। যদি তাঁর নিকট যাওয়ার সৌভাগ্য আমার অর্জন হয়, তবে আমি তাঁর পা ধুয়ে ধন্য হবো।

অতঃপর হিরাক্লিয়াস দোভাষীকে পত্র পাঠের নির্দেশ দেন।

পাঁচ

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি পরম করুনাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হিদায়েতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাই। মুসলমান হয়ে যান, শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গুনাহর বোঝা আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না। তাঁর সাথে শরীক করবো না। এবং আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না।

ছয়

পত্রে নবীজী প্রথমে নিজের নাম ও পরে কাইসারের (রোম সম্রাটের উপাধী) নাম লিখেছিলেন। অনারবদের রীতি ছিলো বাদশার নামে চিঠি আরম্ভ হতো, এ জন্যে কাইসারের ভ্রাতা 'ইয়ানাক' যখন দেখলো, পত্রে প্রথম রাসূলের নাম পরে সম্রাটের নাম। ক্রোধের সাথে বলতে লাগলো, এই আরব সম্রাটকে হেয় জ্ঞান করেছে। এই বলে সে পত্র ছিঁড়ে ফেলতে চাইলো। কিন্তু কাইসার বাধা দিয়ে বললেন, তিনি তো আমাকে রোমের বাদশাহ ভিন্ন অন্য কিছু লিখেননি।

আবু সুফিয়ান রোম সম্রাট কাইসারকে প্রিয় নবীজীর প্রতি এতো বেশী প্রভাবান্বিত ও বিশ্বাসী দর্শনে তাঁকে বিভ্রান্ত করার কুৎসিত মনোভাব নিয়ে বললো, আলীজাহ! আপনি জানেন না, তিনি কী ধরনের উদ্ভট ও আশ্বর্যজনক কথাবার্তা বলেন! কোন বিবেকবান মানুষ তা মেনে নিতে পারে না।

কাইসার ঃ এরূপ সে কী কথা বলে?

আবু সুফিয়ান ঃ অধুনা তিনি মদীনায় চলে গেছেন। কিন্তু যখন তিনি মক্কায় ছিলেন, দৈনিকই একটা না একটা আনকোরা কথা বলতো। মক্কায় থাকাকালীন সময়ের কথা। একদিন প্রভাতে তিনি বলতে লাগলেন, আজরাতে আমি মসজিদে হারাম হতে বাইতুল মুকাদ্দাস, সেখান হতে আসমানে গিয়েছি এবং বেহেশ্‌ত-দোযখ সকল কিছুই পরিদর্শন করেছি। বলেন! এমন কথাও কেউ বিশ্বাস করতে পারে?! কাইসারের কিছু বলার পূর্বেই বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রশাসক ইবনে নাতুর বলে উঠলো, আলীজাহ! আবু সুফিয়ানের কথায় ঐ সময়ের একটি ঘটনা আমার স্মরণ হয়ে গেলো, যার উপর এখনো আমি আশ্চর্যবোধ করি। আর আজ আবু সুফিয়ানের একথা আশ্চর্য আরো বাড়িয়ে দিলো।

কাইসার ঃ কী সে ঘটনা?

ইবনে নাতুর ঃ বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজা প্রতিদিন বন্ধ করে দিতাম। নিয়মানুযায়ী এক রাতে দরজা বন্ধ করতে গেলে সকল দরজা এমনিতে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু; একটি দরজা প্রানান্তকর চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারলাম না। অবশেষে খোলা রেখেই চলে এলাম। ভোরে ঐ খোলা দরজার পাশে এসে চতুষ্পদ প্রাণীর পদ চিহ্ন দেখলাম, যেন ওখানে কোন চতুষ্পদ প্রাণী বাঁধা ছিলো। আমার স্মৃতিতে যতুটুকু আসছে, তাতে মনে হচ্ছে এটা ঐ রাতেরই ঘটনা; যে রাতের কথা আবু সুফিয়ান বলছে।

কাইসার ঃ তোমার ধারণা নিঃসন্দেহে সঠিক। ঐ রজনীতে আল্লাহর পয়গাম্বর সেখানে তাশরীফ নিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন। কাইসারের এ ধরণের চিন্তা-চেতনা ও ঘটনা, যা শোনে লোকদের প্রিয় নবীজীর প্রতি ঝুকে পড়ার আশংকা ছিলো, তা দর্শনে

দরবারের আমীর-উমরা ও পুরোহিতরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। অবস্থা বেসামাল দেখে কাইসার আবু সুফিয়ান ও তাঁর সাথীদের দরবার থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেদিনের মত দরবার স্থগিত ঘোষণা করলেন।

সাত

দ্বিতীয় দিনের কথা।

হিরাক্লিয়াস দিহইয়া কালবীকে নির্জনে ডেকে তাকে নিয়ে একটি সুরম্য অট্টালিকায় প্রবেশ করেন। যার দেয়ালে চারদিকে তিন শত ছবি লাগানো ছিলো। কাইসার হযরত দিহইয়া কালবীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি জানেন কি এই ছবি গুলি কাদের?

হযরত দিহইয়া কালবী ঃ না।

কাইসার ঃ এগুলো হচ্ছে, নবী ও রাসূলগণের ছবি।

হযরত দিহইয়া কালবী ঃ আমি এগুলো সম্পর্কে কিছুই জানি না। আপনার কথাই হয়ত সঠিক হবে।

কাইসার ঃ এই ছবিগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করে বলো, এর ভিতরে কি তোমাদের নবীর কোন ছবি আছে? হযরত দিহইয়া কালবী! সকল ছবি গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন। একটির উপর তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেলো। ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, এটি আমাদের নবীর। কাইসার ঃ তবে নিঃসন্দেহে তোমাদের নবী সত্য এবং আল্লাহর শেষ নবী। এ ছবিটি খাতামুল আম্বিয়ারই।

প্রিয় নবীজীর ছবির দু'পাশে ছিলো আরো দু'টি ছবি। কাইসার প্রশ্ন করলেন, ডান দিকের ছবিটি কি চিনো? হযরত দিহইয়া কালবী বললেন ঃ হ্যাঁ, ইনি তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। যার দ্বারা ইসলাম অনেক প্রসার লাভ করেছে। তাঁর নাম আবু বকর। উপাধী, সিদ্দীক।

কাইসার ঃ বাম দিকের ছবিটিও কি চিনো?

হযরত দিহইয়া কালবী ঃ হ্যাঁ, ইনি তাঁর অপর একজন ঘনিষ্ঠ ও বিশিষ্ঠ সঙ্গী। তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের দরুন ইসলাম ও তার অনুসারীদের শক্তি ও

প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর নাম উমর ইবনুল খাত্তাব, উপাধী ফারূক।

কাইসার ঃ আপনি সাকুল্যে সঠিক বলেছেন। রাসূলের এ উভয় বন্ধু সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জীলে অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, তাঁদের মাধ্যমে শেষ নবীর ধর্মের অসাধারণ উন্নতি হবে। এরপর কাইসার বললেন, আপনাদের নবীর ব্যাপারে আমার যে ইলম-একীন, ঈমান, আস্থা বিদ্যমান তা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি তাঁকে সত্য নবী ও শেষ নবী রূপে বিশ্বাস করি। নিঃসন্দেহে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন, তাঁর আনুগত্য স্বীকার ও তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মাঝে দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি নিহিত। কিন্তু কি করবো; আমার সম্প্রদায় তাঁর উপর ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়। আমির-উমারা আর পুরোহিতদের স্বধর্মপ্রীতি তো আপনি নিজেই দেখেছেন। তাঁরা যদি বিরুদ্ধাচরণ না করতো তবে অবশ্যই আমি তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসতাম এবং তাঁর সত্য দ্বীনের সহায়তা করতাম। এখন আপনাকে একটি কৌশল বলে দেই। সেটা ব্যবহার করলে হয়তো কাজে আসতে পারে। সবাই আমাদের সাথে একমত পোষণ করবে।

দিহইয়া কালবী বললেন, কি সে কৌশল? বলুন। সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি। এপথে জীবন দিতে প্রস্তুত।

কাইসার ঃ রোমের হাকীম যাগাতির বর্তমান খ্রীষ্ট ধর্মের পন্ডিত। সে হিসাবে মানুষের অন্তরে আমার তুলনায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান-বোধ অনেক বেশী। তাই আপনার কাছে তাঁর নামে একটি পত্র দিচ্ছি। তিনি প্রকৃত অর্থেই পন্ডিত ও সত্য-সন্ধানী। তিনি আপনাদের রাসূলের রিসালাতের সত্যায়ন করবেন। যদি এমন হয়, তবে লোকদের বুঝানো ও প্রভাব সৃষ্টির একটি বড় হাতিয়ার আমার হাতে এসে যাবে।

দিহইয়া কালবী ঃ তাঁর কাছে তো আমার এখনই যেতে হবে। নবীজী তাঁর নামেও পত্র দিয়েছেন।

কাইসার তবে তো আরো ভালো হলো। আমার পত্রও নিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে দেখা করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

আট

হযরত দিহইয়া কালবী বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রোমে গিয়ে যাগাতিরের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রিয় নবীজীর পত্র তাঁকে দেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিলো নিম্ন রূপ ঃ

"তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যে এ কথার উপর বিশ্বাস রাখে আর আমি ও বিশ্বাস রাখি যে, হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আল্লাহর রূহ ও তাঁর নিদর্শন, যাকে মারয়াম মাওলা পূণ্যশীলা মারইয়ামের ভিতর ফুঁকে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি। আর ঈমান রাখি যা কিছু ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর আওলাদের উপর নাযিল হয়েছে, সে গুলোর উপরও। পাশাপাশি আমাদের ঐ সমুদয় বিষয়ের উপর বদ্ধমুল বিশ্বাস রয়েছে, যা মূসা, ঈসাসহ অন্যান্য নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা কোন নবীর নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে তারতম্য সৃষ্টি করি না। আল্লাহর হুকুমের সামনে আমরা নত শির। শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে।"

প্রিয় নবীজী এবং কাইসারের পত্র পাঠান্তে যাগতির হযরত দিহইয়া কালবীকে বললেন, নিঃসন্দেহে আপনাদের নবী আল্লাহর সত্য পয়গাম্বার আর তাঁর সম্পর্কে আপনারা যা যা বর্ণনা করেছেন, তাঁর সে সব গুণাবলী, স্বভাব-চরিত্রের কথা সবিস্তারে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থে বিদ্যমান। অতএব আমি তাঁর নবুওয়াতের সত্যায়ন করছি ও তাঁর প্রতি ঈমান আনছি।"আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" অতঃপর যাগতির রাসূলে আরাবীর নবুওয়াতের সত্যায়ন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার উপর উদ্বুদ্ধ করতঃ কাইসারের পত্রের জবাব লিখে হযরত দিহইয়া কালবীকে দেন। ইবাদতের সময় যাগাতির রোমানদের প্রকাণ্ড গীর্জায় গিয়ে এক বিশাল জনসমাবেশে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা এভাবে প্রকাশ করেন-

'হে রোম সম্প্রদায়! হযরত ঈসা মাসীহ সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমার পরে একজন রাসূল আসবেন, যার নাম হবে আহমাদ। সুতরাং তোমরা জেনে রাখ, হযরত ঈসা মাসীহ যে নবীয়ে আহমাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর আবির্ভাব ঘঠেছে এবং তিনি আমাদেরকে এক খোদার উপর ঈমান আনয়নের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করেছেন। তোমাদের মধ্যে যারা অগাধ জ্ঞান রাখে, তারা ভালো করেই জ্ঞাত, হযরত ঈসা মাসীহ যে রাসূলের অভ্যুদয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় তাওরাত-ইঞ্জীলের পৃষ্ঠা ভরপুর। কাজেই এক খাঁটি খ্রীষ্টান হওয়ার দাবীই হলো, নবীয়ে আহমাদের দাওয়াত গ্রহণ করা। আমাদের পার্থিব সফলতা ও আখিরাতের মুক্তি উভয়টি একমাত্র তাঁর আনুগত্যেই নিহিত। তাঁর আনীত দ্বীনের অনুসরণ ভিন্ন আমরা কোন নেকী ও অর্জন করতে পারবো না, এবং মাসীহের সত্য অনুসারী বলে দাবী ও করতে পারবো না। জন্যেই আমি তোমাদিগকে তাঁর সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ বৈ দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই এবং আহমাদ আল্লাহর সত্য রাসূল!

যাগাতিরের এ ঘোষণার পর সমস্ত রোমীয়গণ ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। এক পর্যায়ে তারা তাদের সত্য পিয়াসী পণ্ডিতের উপর আক্রমণ করে তাকে নয়নাভিরাম বসুন্ধরার নির্মল আলো-বাতাসের শীতল পরশ হতে চির বিদায় দিয়ে দিলো।

যাগাতিরের শাহাদতের পর রাসূলের পত্র বাহক হযরত দিহইয়া কালবী যখন রোম থেকে যাত্রা করেন, সম্রাট কাইসার তখন বাইতুল মুকাদ্দাস হতে সিরিয়ার অন্তর্গত একটি শহর হিমসে চলে গেছেন। সেখানে পৌছে হযরত দিহইয়া কালবী যাগাতিরের জবাব কাইসারকে প্রদান করেন এবং তাঁর শাহাদাতের মর্মন্তুদ কাহিনী আদ্যোপান্ত তাঁকে শোনান। এ সংবাদ শোনে তিনি দারুণ নিরাশ হয়ে যান। এরপর তিনি উযীর-নাযীর রাহিব ও পাদ্রিসহ সকলকে নিজস্ব ভবনে ডেকে পাঠান। সবাই সমবেত হলে, তাঁদের সামনে দেন এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা।

"হে রোমবাসী! যদি তোমরা নিজেদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে চাও। তবে আরবে প্রেরিত শেষ নবীর প্রতি ঈমান আন। তাঁর ভিতরে তাওরাত-

ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষ নবীর সমুদয় গুণ বিদ্যমান। তাঁর অনুসরণের মাঝেই তোমাদের ইহজগত ও পরজগতের কামিয়াবী লুকায়িত।"

কাইসারের প্রদত্ত ভাষণে উপস্থিত সবার মাঝে চাপা ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মহল ছেড়ে বাইরে চলে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু মহল হতে বের হওয়ার সমস্ত ফটকই কাইসারের নির্দেশে পূর্ব থেকে বন্ধ ছিলো বিধায় তাঁরা বের হতে ব্যর্থ হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে কাইসার ভাবলো, পরিশেষে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে। আমাকে করা হবে পদচ্যুত। তাই সবাইকে শান্ত করার মানসে কোমল কণ্ঠে বললেন, আমি তোমাদের পরীক্ষা করলাম, স্বধর্মের প্রতি তোমাদের দৃঢ়তা ও আস্থা কতটুকু? ধর্মের প্রতি তোমাদের এ অবিচল আস্থা দেখে আমি যারপর নাই মুগ্ধ ও পুলকিত হয়েছি। কাইসারের এ কথা শ্রবণে জ্বলন্ত আগুনের কুন্ডলী প্রবল বাতাসের ঝটকায় ধপ করে নিভে যাওয়ার মতোই উত্তেজিত পরিবেশ মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেলো। সাথে সাথে আনন্দ ও খুশি প্রকাশের লক্ষ্যে তাঁর সামনে অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। হিরাক্লিয়াস সাম্রাজ্যের লোভে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু যে সাম্রাজ্যের জন্যে ইসলাম থেকে দূরে থাকা, তাও এক সময় টিকিয়ে রাখতে পারেনি। হযরত উমর (রাযিঃ) -এর খেলাফতকালে হিরাক্লিয়াস তাঁর রাজ্য হারিয়ে পরাজিত হয়।

(বুখারী -অবলম্বনে)

পবিত্র ভালোবাসা

ভালোবাসা পবিত্র, অমর, অমলিন, অনির্বাণ, অম্লান ও চিরন্তন। যদি তা হয় নির্মোহ, নির্মল ও কালিমামুক্ত এবং জাগতিক সমুদয় স্বার্থের উর্ধ্বে। যদি এর লক্ষ্য হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর এ পবিত্র ভালোবাসার বিমল বন্ধনে যারা আবদ্ধ হবে, তাঁদের মর্যাদা ও প্রাপ্তি অনেক। কল্পনাতীত। পুনরুত্থান দিবসের বিভীষিকাময় মুহূর্তে সবাই যখন উদ্ভ্রান্তের ন্যায় দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াবে, তখন তাঁরা আরামে-নিশ্চিন্তে থাকবে আল্লাহর আরশের শীতল ছায়ায়। কোন কোন নবী (আঃ) ও শহীদগণ অবধি তাঁদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা পোষণ করবেন। এ ধ্রুব সত্যটিই হযরত উমর (রাযিঃ) বর্ণিত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন-

"আল্লাহর এমন কতিপয় সৌভাগ্যশীল বান্দা আছে, যারা নবী কিংবা শহীদ তো নয়, কিয়ামত দিবসে তাঁদের বিশেষ নৈকট্য কারণে অনেক নবী এবং শহীদগণ পর্যন্ত ঈর্ষা করবেন।"

রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় সমবেত সাহাবায়ে কেরাম দারুণ বিস্মিত হলেন! সজাগ অনুভূতির বিস্তীর্ণ বক্ষ টান টান হয়ে উঠলো তাঁদের। একটি প্রবল কৌতূহল চকচক করে উঠলো তাঁদের চোখে-মুখে। বরফ গলার মতো বিনয় বিগলিত কণ্ঠে নবীজীকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জানিয়ে দিন তারা কারা?

সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের জবাবে স্পন্দিত হলো শরতের বৃষ্টি ভেজা ভোরের মমতা মাখানো প্রিয় নবীজীর শান্ত মুখ। ঈষৎ কেঁপে উঠলো তাঁর চির ললিত ওষ্ঠাধর। তিনি ইরশাদ করলেন–

'তাঁরা ঐ সকল লোক, যারা কোন আত্মীয়তার বন্ধন ও অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যতীত কেবলমাত্র মহান আল্লাহর দ্বীনের নিমিত্ত একে অপরকে ভালোবাসতো। আল্লাহর শপথ! কিয়ামতের দিন তাঁদের চেহারা হবে নূরানী, বরং নিরেট নূর। আর তাঁরা অবস্থান করবে নূরের মিম্বরে। সাধারণ মানুষ যখন ভয়ে বিমূঢ় থাকবে, তখন তাঁরা থাকবে প্রশান্তচিত্ত সবাই যখন থাকবে চিন্তিত, তখন তাঁরা থাকবে নিশ্চিন্ত।'

কথার শেষে নবীজী নিম্নোক্ত আয়াতখানি পাঠ করলেন-

'মনে রেখো! যাঁরা আল্লাহর বন্ধু তাঁদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তাঁরা চিন্তান্বিত হবেন।'

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

উপরোক্ত হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত অপর আরেকখানি হাদীসে বর্ণিত আছে একটি শিক্ষাপ্রদ ও চমৎকার কাহিনী। যার বর্ণনাকারী হলেন, ইলমে নব্বীর নন্দিত কাননের ভুবনময় সৌরভ ছড়ানো কুসুম, আসহাবে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ)। তিনি বলেন-

'জনৈক লোক তাঁর এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে অপর এক গ্রামের দিকে রওয়ানা হয়েছে। তখন আল্লাহ পাক তাঁর গমন পথে প্রতীক্ষারত এক ফেরেশতা পাঠিয়ে দিলেন। লোকটি যখন এ স্থান অতিক্রম করছিলো, তখন প্রতীক্ষারত ফেরেশতা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো? প্রতি উত্তরে সে বললো, আমি অমুক বস্তিবাসী জনৈক লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

আল্লাহর ফেরেশতা তাঁকে আবারো প্রশ্ন করলেন, সে কী তোমার প্রতি এমন কোন অনুগ্রহ ও দয়া করেছে, যার বাঁধনকে তুমি আরো দৃঢ় করার লক্ষ্যে তাঁর কাছে যাচ্ছো? লোকটি বললো, না! নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।

বেহেশতী দূত তখন বললেন, আমি তোমাকে বলছি, আল্লাহ পাক আমাকে তোমার নিকট এ কথা বলার জন্যেই পাঠিয়েছেন যে, তুমি যেমনিভাবে ঐ লোককে ভালোবাস, আল্লাহপাকও তেমনিভাবে তোমাকে ভালোবাসেন। (আবু দাউদ-মুসলিম-অবলম্বনে)

চাঁদের চেয়ে সুন্দর

পূর্ণিমার সুন্দর এক রজনী। চারিদিকে যেন জোস্নার লালিত আলোর প্লাবন। সর্বত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বর্ণীল ছড়াছড়ি। এক স্বপ্নীল পরিবেশ। সবার মনে অনাবিল আনন্দের জোয়ার বয়ে দিচ্ছে। মনে হয় যেন মৃন্ময়ী মেদেনীর সব কিছুতে সুন্দরের আবেশ। কোথাও নেই অসুন্দরের রেশ। এই গাছ-গাছালি, বন-বনানী, এই পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা সবই সুন্দর। রূপসী চাঁদ যেন মেলে ধরেছে তার চির সুন্দর রূপের পসরা। নিঃসীম আকাশে প্রতিষ্ঠা করেছে স্বপ্নরাজ্য। সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। মনোহরী পরিবেশ। প্রকৃতির এই ঐন্দ্রজালিক সৌকর্য-সুষমা দর্শনের নিমিত্তে বাড়ীর ছাদে সস্ত্রীক উঠে এসেছেন খলীফা আবু জাফর মনসুরের বিশিষ্ট দরবারী ঈসা ইবনে মুসা হাশেমী। উভয়ে তন্ময় হয়ে উপভোগ করছেন প্রকৃতির মনোরম শোভা। আর চাঁদনী রাতের অমলিন সুষমামন্ডিত পূর্ণ চন্দ্রের এক আশ্চর্য পরিত্রতায় বিধৌত হচ্ছে দু'জনের মন।

হঠাৎ স্বামী ঈসা বলে উঠলেন, তুমি যদি চাঁদের চেয়ে সুন্দর না হও; তবে তিন তালাক। তাঁর কথা শেষ হতেই স্ত্রী বিদ্যুৎ বেগে যবনিকার অন্তরালে চলে যায়। কথাটি ছিলো কৌতুকচ্ছলে। কিন্তু তালাকের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বা হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান।

(এক) বিবাহ,

(দুই) তালাক,

(তিন) তালাক প্রত্যাহার।

এই আকস্মিক ঘটনায় ঈসা ইবনে মুসা হাশেমী ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন! চিন্তার ঝড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যায় তাঁর সকল কিছু। রাতভর বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করেন। কিন্তু চোখে ঘুম আসে না।

পরদিন প্রভাতে আঁধারের পর্দা সরে আলোর চাঁদর ছড়িয়ে পড়তেই হত বিহ্বল হৃদয় নিয়ে ছুটে যান খলীফার দরবারে। বিশদভাবে বর্ণনা করেন রাতের ঘটনার আদ্যোপান্ত। ব্যক্ত করেন নিজের মর্মজ্বালা।

ঐ সময়ই খলীফার ফরমান পৌঁছে সকল মুফতীদের কাছে। সবাইকে তিনি ডেকে পাঠান। যথাসময়ে সকলে হাজির হলে তিনি জানতে চান উক্ত সমস্যার সুষ্ঠ-সুন্দর সমাধান। সবাই ঐকমত্য পোষণ করে বলেন- তালাক হয়ে গেছে। কারণ চাঁদ অপেক্ষা সুন্দর দ্বিতীয় কিছু হতে পারে না।

সকলে কম-বেশী কথা বলছে। কিন্তু একজন কিছুই বলছেন না। তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকায় এক কোণে নিশ্চুপ বসে আছেন। খলীফা বিষয়টি লক্ষ্য করে বললেন, কী ব্যাপার আপনি যে কিছুই বলছেন না?

তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরায়ে 'ত্বীন' তিলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, আমীরুল মুমিনীন! স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলছেন,'আমি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট আকৃতি দিয়ে সৃজন করেছি'। সুতরাং মানুষের চেয়ে সুন্দর অন্য কোন জিনিস হতে পারে না। তাঁর বক্তব্য শ্রবণে ও জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে উপস্থিত সবাই দারুণ খুশী হলেন! কেউ বিপরীত কোন মন্তব্য করলেন না। খলীফা নির্দেশ দিলেন- যাও, তোমার বিবি তালাক হয়নি। হারোনো সোনা হাতের মঠোয় ফিরে পাওয়ার মতো আনন্দে নেচে উঠলো ঈসা ইবনে মুসা হাশেমীর বিষাদে ভরা হৃদয়। বর্ষার প্রবল বর্ষণে ধুলো-বালি, খর-খুটো সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হওয়ার মতোই মুছে গেলো তার হৃদয়ের জমাট বাঁধা বেদনা। চোখে-মুখে ফুঠে উঠলো উচ্ছাসের বিমল রেখা। আনন্দ বীণার মসৃণ তারে নিরবধি বেজে চললো হরষের সূর লহরী।

(মা'আরিফুল কুরআন অবলম্বনে)

অনন্য মুসাফির

সফরের পথে বিরামহীন এগিয়ে চলছে এক মুসাফির। চলতে চলতে এক সময় সে একটি বিরান জায়গায় অবতরণ করলো, যেটি জীবনোপকারণ শূণ্য। মৃত্যুর উপাদানে ভরপুর। তার সফরসঙ্গী চলার বাহন মরু জাহাজ উষ্ট্রীর পিঠের উপর রয়েছে খাদ্য সম্ভার। সেথায় নেমে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে শুয়ে পড়লো। সাথে সাথে তার দু-চোখ জুড়ে নেমে আসে অচীন রাজ্যের নীদ।

দীর্ঘ নিদ্রার পর যখন তার চোখ খুললো, তখন তাকিয়ে দেখলো তার উটনী সামানসহ উধাও। হারানো উটনীর তালাশে ঘুরতে ঘুরতে তার মন বিষণ্ন-মলিন হয়ে যায়। দেহে ক্লান্তি নেমে আসে। এদিকে তাকে পেয়ে বসে প্রচন্ড গরম ও দারুণ পিপাসা! একেবারে প্রাণবায়ূ বের হওয়ার উপক্রম!!

এ সময় সে মনে মনে ভাবে ও সিদ্ধান্ত নেয়- আমি ঐ স্থানে আবার ফিরো যাবো এবং মৃত্যু নিদ্রায় ঢলে পড়বো। এই ভেবে সেখানে গিয়ে বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এক সময় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ খুলেই দেখে উটনী সকল আসবাবপত্রসহ তার পাশেই দাড়ানো।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদার কসম খেয়ে মুমিন বান্দা তাওবা করায় আল্লাহ কিরূপ খুশি হন তার একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত ঘটনায় উক্ত মুসাফির যেরূপ খুশি হয়, আল্লাহপাক মুমিন বান্দার তওবায় তদপেক্ষা অধিক খুশি হন। (বুখারী-মুসলিম-অবলম্বনে)

জান্নাতী জিন

তিহামা অঞ্চলের একটি পাহাড়ের উপর সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমন সময় আগমন ঘটে একজন অশীতিপর বৃদ্ধের। লোকটি লাঠিতে ভর করে এসে নবীজীর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, কে আপনি?

উত্তরে বৃদ্ধ বললো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি হামা ইবনে আহীম ইবনে আকীস ইবনে ইবলীস। বৃদ্ধের এই উত্তর শুনে তিনি বললেন, তাহলে তো তোমার বয়স কয়েক হাজার বছর। কারণ তোমার ও ইবলীসের মাঝে শুধুমাত্র দুই পুরুষের ব্যবধান।

উত্তরে বৃদ্ধ বললো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবলীস তো বটেই এমনকি পৃথিবীর বয়স এবং আমার জন্মের মাঝেও সময়ের ব্যবধান খুব বেশী নয়। কারণ যখন হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিলো, তখন আমি কিশোর এবং সেই হত্যা কাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ছিলাম।

এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধকে বললেন, তাহলে তো তোমার অতীত খুবই জঘন্য! বৃদ্ধ বললো, আমার জঘন্য অতীতের যাবতীয় গুনাহ হতে আল্লাহর কাছে তাওবা করতেই আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। যেমনিভাবে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম নবী হযরত নূহ (আঃ) এর দরবারে এবং তাঁকে এই বলে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যে, হে আল্লাহর নবী নূহ, আমি সেই জঘন্য পাপীদের একজন যারা আদম পুত্র কাবিলকে প্ররোচিত করেছিলো তার ভাই হাবিলকে হত্যা করতে।

অতএব হে নূহ! আপনার রবের দরবারে কি আমার সেই জঘন্য পাপের কোন ক্ষমা আছে? উত্তরে হযরত নূহ (আঃ) বললেন, ওহে হামা! নিরাশ হয়ো না; কারণ আল্লাহর হতে আমি এই মর্মে ওহী প্রাপ্ত হয়েছি যে, 'বান্দার অপরাধ যত জঘন্যই হোক, যখন সে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ তাওবাকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' এই অভয়বাণী শোনাবার পর হযরত নূহ (আঃ) আমাকে আদেশ করলেন, হে হামা! উযূ করে পবিত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে দুটি সিজদা কর। আমি তাঁর আদেশমত উযূ করে এসে দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রথম সিজদা আদায় করলাম। দ্বিতীয় সিজদাতে আমি যখন দীর্ঘক্ষণ সিজদারত, এমনি সময় হযরত নূহ (আঃ) এর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে হামা! মাথা উত্তোলন কর। আকাশ থেকে তোমার ক্ষমার সুসংবাদ এসে গেছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে এই সুসংবাদ হযরত নূহের (আঃ) মুখে শোনামাত্র আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পুনরায় তাঁর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম এবং পূর্ণ একশত বছর সেই সিজদায় কাটিয়ে দিলাম। এমনিভাবে আমি আল্লাহর নবী হযরত হুদ (আঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহর দরবারে দুহাত উঁচিয়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাচ্ছেন। তাঁর কান্না দেখে আমি কেঁদে ফেললাম এবং আল্লাহর কাছে মাফ চাইলাম।

এমনিভাবে আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর সাথেও সাক্ষাত করেছি। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ) আগমন করার পর তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে, তাঁর কাছে তাওরাতের শিক্ষা লাভ করেছি। দীর্ঘ দিন তার সান্নিধ্যে কাটিয়ে আমি যখন বিদায় নিতে গেলাম, তখন আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি আমাকে বললেন, হে হামা! আমার পর যদি তুমি আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আঃ) এর সাক্ষাত পাও, তাহলে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। এরপর দীর্ঘকাল গত হয়ে গেলো, এক সময় আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করলেন এবং ওহী প্রাপ্ত হলেন। আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে হযরত মূসার (আঃ) সালাম তাঁকে পৌঁছে দিলাম। তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ কালে তিনি আমার দুহাত চেপে ধরে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ওহে হামা! আমার পর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন ঘটবে। যদি তুমি তাঁর দেখা পাও, তবে আমার সালাম তাঁকে পৌঁছে দিও। হামার মুখে ঈসা (আঃ) এর এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'ঈসা (আঃ) প্রতিও আমার সালাম যখন তিনি পুনরায় আগমন করবেন। আর ঈসা (আঃ) এর দেয়া এই আমানত আমার নিকট যথাযথ পৌঁছে দেয়ার জন্য হে হামা! তুমিও আমার সালাম গ্রহণ কর।'

অতঃপর হামা বিনীত কণ্ঠে আবেদন পেশ করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ) আমাকে তাওরাত শিখিয়েছিলেন, সেই তখন হতেই আমি নিজেকে সে শিক্ষার উপর অটল রেখেছি। আজ আপনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন, যাতে করে জীবনের বাকী দিনগুলোতে নিজেকে পবিত্র এ শিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি। হামার এই আবেদনের প্রতি সাড়া দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সূরা ওয়াকেয়া, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা, সূরা তাকবীর, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও সূরা ইখলাস শিক্ষা দিলেন। এরপর হামা যখন নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছ হতে বিদায় চাইলো, তিনি বললেন, হে হামা! তোমার যে কোনো প্রয়োজনে তুমি আমার কাছে চলে আসবে। আর প্রয়োজন ছাড়াও মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

উক্ত ঘটনা বর্ণনাকারী হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, এই ঘটনার কয়েক বছর পর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহধ্যাম ত্যাগ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আর আমরা কখনো হামার সাক্ষাৎ পাইনি। জানি না আজো সে বেঁচে আছে না মরে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবলীসের প্রপৌত্র হামার ঘটনা জানতে পেরে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! চিরস্থায়ী জাহান্নামী ইবলীসের বংশধর হামার মৃত্যুর পর শেষ পরিণতি কী হবে?

উত্তরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হামা অবশ্যই জান্নাতে যাবে।' (বাইহাকী, দালায়েলুন্ নবুওয়ত অবলম্বনে)

প্রিয় নবীজীর (সাঃ) নৈশ ভ্রমণ

এক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিত্যদিন নয়, অধিকাংশ দিনের অভ্যাস ছিলো, তিনি ফজরের নামাযান্তে সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কী? কেউ স্বপ্ন বর্ণনা করলে, তিনি তার ব্যাখ্যা করে দিতেন। একদিন সকাল বেলায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অদ্য রজনীতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, দুজন ফেরেশ্‌তা আমার নিকট এসে আমাকে উঠিয়ে বললো, আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি তাদের সাথে চললাম। পথিমধ্যে আমরা একজন শায়িত ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলাম। যার পাশে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিলো। সে শায়িত ব্যক্তি মাথার উপর পাথরটি সজোরে নিক্ষেপ করে। ইহাতে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পাথরটি গড়িয়ে অন্যদিকে চলে যায়। উক্ত ব্যক্তি গিয়ে পাথরটি উঠিয়ে ফিরে আসার পূর্বে তার মাথা আগের মতো একবারে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। পুনরায় সে পাথর নিক্ষেপ করে। পরিণাম তাই হয় যা পূর্বে হয়েছিলো। আমি অবাক হয়ে সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, সুবহানাল্লাহ! এ দুই ব্যক্তি কারা?

তারা বললো চলুন, সামনে চলুন।

দুই

আমরা সামনে চললাম। চলন্ত পথে আমরা এমন এক শায়িত ব্যক্তির কাছ দিয়ে গেলাম, যার নিকট লোহার চিমটা নিয়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে

আছে। চিমটাধারী ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির এক পাশে এসে তার চোয়াল, নাক ও চোখ, মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত চিরে ফেলে। অতঃপর দ্বিতীয় পাশে একই রূপ করে। দ্বিতীয় পাশ হতে অবসর হওয়ার পূর্বেই প্রথম পাশ সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়ে যায়। সে ব্যক্তি এইরূপ করতে থাকে। আমি তাদেরকে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এই দুই ব্যক্তি কারা?

তাঁরা বললো, চলুন, সামনে চলুন।

তিন

আমরা সামনে চললাম। চলতে চলতে আমরা একটি তন্দুরের নিকট পৌঁছলাম। তাতে বড় শোরগোল হচ্ছিলো। আমরা উঁকি দিয়ে দেখলাম, উহাতে অনেক দিগম্বর নিরাবরণ নারী-পুরুষ রয়েছে। তাদের নীচের দিক হতে একটি অগ্নিশিখা আসে। সেই অগ্নিশিখা যখন তাদেরকে জড়িয়ে ধরে, তখন তারা চিৎকার করতে থাকে। আমি তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?

তাঁরা বলল, চলুন সামনে চলুন।

চার

আমরা সামনে চললাম। পথিমধ্যে রক্তের ন্যায় লালবর্ণের একটি নদী দেখলাম। তার ভিতর এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছিলো। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি ছিল, যে অনেকগুলি পাথর জমা করছিলো। সাঁতারু লোকটি যখন সাঁতরিয়ে পাথর জমাকারী লোকটির কাছে আসে, তখন সে নিজের মুখ খুলে দেয়। আর তীরে অপেক্ষামান লোকটি তার মুখের ভিতর পাথর ঢেলে দেয়। ইহাতে সে দূরে চলে যায়। এবং পুনরায় সাঁতরিয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট ফিরে আসে। যখনই এই ব্যক্তি সাঁতরিয়ে কিনারায় অপেক্ষমান লোকটির নিকট আসে, তখনই সে মুখ হা করে, আর কিনারায় অপেক্ষামান লোকটি তার মুখের ভিতর পাথর ঢেলে দেয়। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এ দুই ব্যক্তি কারা?

তাঁরা উভয়ে বললো, চলুন, সামনে চলুন।

পাঁচ

আমরা সামনে চললাম। চলতি পথে আমরা এমন এক কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট মানুষের নিকট দিয়ে গেলাম, যার কোন নযীর নেই। তার নিকট আগুন জ্বলছিলো। সে উহাকে আরো প্রজ্জলিত করছিলো এবং উহার চতুর্দিকে দৌড়াচ্ছিলো। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ব্যক্তি কে?

তাঁরা বললো, চলুন, সামনে চলুন।

ছয়

আমরা চলতে চলতে এমন এক বাগানে পৌঁছলাম যা ঘন সবুজ ছিলো। বসন্তকালীন সব রকমের ফুলে ছিলো সুশোভিত। বাগানের মাঝখানে অতি দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে দেখা গেলো। বেশী দীর্ঘদেহী হওয়ার দরুন তার মাথা দর্শন আমার কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তার চারিপাশে অনেক শিশু ছিল। ইতোপূর্বে এত অধিক সংখ্যক শিশু আমি অবলোকন করিনি। আমি সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? আর এই শিশুরা কারা?

তাঁরা আমাকে বললো, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

সাত

আমরা চললাম এবং একটি বড় বাগানে পৌঁছলাম। আমি এতো বড় ও মনোহর বাগান কখনো দেখিনি। তারা আমায় বললো, উহার উপর আরোহণ করুন। আমরা উহার উপর চড়ে সোনা-রূপার ইটের দ্বারা নির্মিত একটি শহরের কাছে পৌঁছলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছে দরজা খুলে দিতে বললে, আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। আমরা উহার মধ্যে এমন লোকদের সাথে সাক্ষাত করলাম, যাদের শরীরের অর্ধেক অংশ এতো সুন্দর ছিল যে, তোমরা অমন সুন্দর দেখনি। আর অর্ধেক অংশ এতো কুৎসিত ছিল যে, তোমরা অমন কুৎসিত চেহারা দেখনি। ঐ দুই ফেরেশ্‌তা তাদেরকে বললেন, যাও এই নদীতে ঝাঁপ দাও। আমি দেখলাম, সামনে একটি প্রশস্ত নদী প্রবাহমান। উহার পানি দুধের মতো শুভ্র। তারা উহাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতঃপর যখন তারা উহা থেকে উঠে

আমাদের নিকট এলো, তখন তাদের পূর্বের কুৎসিত অবস্থা দূরিভূত হয়ে তারা অত্যন্ত সুন্দর হয়ে গিয়েছে। উভয় ফেরেশতা আমাকে বললো, ইহা জান্নাতে আদন এবং ইহা আপনার ঘর। উপরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়লে, আমি সাদা মেঘের মতো একটি মহল দেখলাম। তাঁরা বললো, ইহাই আপনার ঘর। আমি তাঁদেরকে বললাম, আল্লাহ পাক তোমাদের বরকত দান করুন। আমাকে ছেড়ে দাও আমি উহার ভিতর প্রবশ করবো। তাঁরা বললো, এখন নয়, তবে পরে যাবেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, আজ রাতে যে আশ্চর্য বিষয় সমূহ দেখেছি। এর রহস্য কী? তাঁরা আমাকে বললো, এখন আমরা আপনাকে সবই বলছি।

প্রথম ব্যক্তি যার নিকট দিয়ে আপনি অতিক্রম করেছেন, এবং তার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিলো, সে হলো যে কুরআন শিক্ষা করে ছেড়ে দেয়। তেলাওয়াত করে না আমলও করে না। আর ফরয নামায ত্যাগ করে ঘুমিয়ে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নিকট দিয়ে আপনি অতিবাহিত হয়েছেন এবং তার চোয়াল, নাক, চোখ, মাথার পিছন পর্যন্ত কাটা হচ্ছিলো। সে ঐ ব্যক্তি যে সকালবেলা ঘর হতে বের হয়ে মিথ্যা কথা বলে এবং তা দুনিয়াতে প্রচারিত হয়ে যায়। তৃতীয় যাদেরকে আপনি তন্দুরে জ্বলতে দেখেছেন। তারা হলো ব্যভিচারী নর-নারী। চতুর্থ ব্যক্তি যার নিকট দিয়ে অতিক্রম কালে আপনি তাকে নদীতে সাতার কাটতে দেখেছেন এবং তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সে সূদখোর। পঞ্চম ব্যক্তি যাকে আপনি কুৎসিত এবং আগুন প্রজ্জলিত করতে ও উহার চুতর পাশে দৌড়াতে দেখেছেন, তিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা। যার নাম মালেক। ষষ্ঠ ব্যক্তি যাকে আপনি বাগানের ভিতর অনেক শিশু বেষ্টিত অবস্থায় অবলোকন করেছেন। তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আর যে সকল শিশুরা তাঁর চারিপার্শ্বে ছিলো, তারা শৈশবে ইসলামের স্বভাবের উপর মৃত্যু বরণ করেছে। কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মুশরিকদের শিশুদের কী হবে? নবীজী বললেন, মুশরিকদের শিশুরাও তারাই ছিলো। আর যাদের অর্ধ শরীর কুৎসিত ও অর্ধ শরীর সুন্দর ছিলো। তারা ঐ সকল লোক যারা নেক আমলের সাথে সাথে বদ আমলও মিলিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ মার্জনা করে দিয়েছেন।

(বুখারী-অবলম্বনে)

প্রিয় নবীজীর (সাঃ) চিঠি

তাঁর কাছে সংবাদ এসেছে, তাঁরই প্রিয় সহচর মু'আয ইবনে জাবালের কলিজার টুকরো, নয়নের মধ্যমণি, আদরের দুলাল হৃদয়কাড়া অবণীর মোহময় বন্ধন ছিন্ন করে পরপাড়ে পাড়ি জমিয়েছে। এ সংবাদে তিনি দারুণ ব্যথিত হলেন। চায়ের কাপের উপর ঘুরতে থাকা ধোঁয়ার মতো এক রাশ ব্যথা তাঁর আপাদমস্তক গ্রাস করে নিলো। জুতোর পেরেকের মতো বিধলো কাশ ফুলের মতো হৃদয়ের পেলব যমীনে। সে বেদনার অসহনীয় উত্তাপে হৃদয় জুড়ে শুরু হলো রক্তক্ষরণ। তিনি আর স্থির শান্ত থাকতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠালেন সমবেদনা পত্র ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-*এর পক্ষ হতে মু'আয ইবনে জাবালের প্রতি। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রথমেই আমি তোমার কাছে মহীয়ান গরীয়ান মাওলার স্তুতি জ্ঞাপন করছি, যিনি ভিন্ন কোন মাবুদ নেই।*

অতঃপর এই দু'আ করছি যে, আল্লাহ পাক যেন তোমাকে বিরাট প্রতিদান দেন, সহনশীলতার তাওফীক দেন এবং সেই সাথে তোমাকে ও আমাদেরকে আল্লাহর নি'আমতের শোকর আদায়ের শক্তি প্রদান করেন। অস্বীকার্য বাস্তব সত্য এই যে, আমাদের জীবন, বিত্ত-বৈভব, পরিবার-পরিজন সবই আল্লাহর সুখকর দান এবং তাঁর প্রদত্ত অপার নি'আমত। এই বিধিমতে তোমার ছেলেও ছিলো একটি আমানত।

আল্লাহপাক যতক্ষণ পর্যন্ত চেয়েছেন, তাঁর দ্বারা তোমাকে খুশি ও ঈর্ষণীয় সুখ দান করেছেন। এরপর বিরাট পূণ্যের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। যদি তুমি সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে, বিশেষ পুরস্কার, অনিঃশেষ অনুকম্পা এবং হিদায়াত।

সুতরাং হে মু'আয! সবর কর। এমন যেন না হয় যে, তোমার অস্থিরতা ও হা-হুতাশ! তোমার পুরস্কার বিনষ্ট করে দিলো। এমনটি হলে তুমি অনুতপ্ত হবে। তোমাকে ভুলে গেলে চলবে না। অস্থিরতা কোন মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, এবং দূরিভূত করতে পারবে না শোককে। যা হবার তা হয়েই গিয়েছে।

ওয়াস্‌সালাম।

এখানে শেষ হয়ে গেলো নবীজীর চিঠি। কিন্তু, প্রতীতিহীন বাকশূণ্য ধরিত্রী বিস্ময়ের চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো মৃতের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি মহামানবের দরদ। সমবেদনা প্রকাশের পদ্ধতি। শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পাশাপাশি হাদীসের সোনালী সম্ভারে রূপালী দন্ত রাজি নিয়ে মৃদু হেসে উঠলো একটি সুন্নাত। বৃদ্ধি পেলো অমর বাণীর চারুময় মনোহারী কয়েকটি লাইন। অম্লান স্মৃতির এ্যালবামে ভাস্বর হয়ে রইলো তাঁর এ চিঠি। (তাবলম্বনে অবলম্বনে)

অজানা দ্বীপের কাহিনী

প্রিয় নবীজীর নকীব দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে গেছে اَلصلوة جامعة অর্থাৎ, 'নামাযের জন্য উপস্থিত হও'। শাশ্বত এ ঘোষণার ধ্বনি কর্ণগোচর হতেই মুমিন হৃদয়ে জ্বলে উঠে প্রদীপ্ত আলোর মিনার। হন্যে হয়ে ছুটে আসে ইবাদতগাহ মসজিদে। যথা সময়ে নামায অনুষ্ঠিত হয়। নামাযান্তে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করেন। তাঁর গোলাপী অধর যুগলে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝিলিক দিয়ে উঠে এক ফালি মৃদু হাসি। তিনি সাহাবীদের সকলকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকার নির্দেশ দেন।

অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? সাহাবাগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কিছু দেয়ার জন্যে বা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্যে সমবেত করিনি; বরং 'তামীমে দারী' বর্ণিত একটি ঘটনা শোনানোর জন্যেই তোমাদেরকে একত্রিত করেছি।

তামীমে দারী ছিলেন একজন খ্রীষ্টান। তিনি আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমাকে এমন একটি ঘটনা শুনিয়েছেন, যা ঐ ঘটনার অনুরূপ যা ইতোপূর্বে আমি তোমাদেরকে মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছিলাম। তিনি বলেন, একবার তিনি নৌভ্রমনে বেরিয়ে ছিলেন 'লাখ্‌মও জুযাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সঙ্গে। উত্তাল সাগরের উদ্বেল ঊর্মিমালা তাদেরকে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরাতে ঘুরাতে অবশেষে একদিন সুর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌঁছায়। সেখান হতে

তারা ছোট ছোট নৌকাযোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তথায় তারা একটি অদ্ভুত জানোয়ারের সাক্ষাৎ পায়। যেটির সারা দেহ বড় বড় পশমে আবৃত ছিল। অতিরিক্ত পশমের কারণে সেটির অগ্র-পশ্চাত কিছুই নির্ণয় করা যাচ্ছিল না। তখন তারা সেটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে ?

সে বলল, আমি 'জাস্‌সাসা' তথা গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারিণী'। তোমরা এই গির্জায় আবদ্ধ লোকটির নিকট যাও, সে তোমাদের তথ্যাদি শোনার ও জানার প্রত্যাশী।

তামীমে দারী বলেন, জন্তুর মুখে লোকটির কথা শোনে আমরা দ্রুত গির্জায় গেলাম। কিন্তু আমাদের অন্তরে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হলো যে, হয়ত এটি পেত্মী হবে। সেখানে পৌঁছে আমরা বিশালাকৃতির একজন মানুষ দেখতে পেলাম। এমন মানুষ ইতোপূর্বে কক্ষনো দেখিনি। তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় নীচের গিটের সাথে লৌহশিকল দ্বারা খুব শক্তভাবে একত্রে বাঁধা ছিল। তাকেও আমরা বললাম, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে ?

সে বলল, আমার সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, তবে তোমারা প্রথমে আমাকে বল দেখি, তোমরা কে?

তারা বলল, আমরা আরবের লোক। সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম, দীর্ঘ এক মাস সাগরের বিক্ষুব্ধ ঢেউ আমাদেরকে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে এখানে পৌঁছিয়েছে। আমরা অত্র দ্বীপে প্রবেশ করার পর সর্ব শরীর ঘন পশমে ঢাকা একটি জন্তুর সঙ্গে দেখা হয়। সে তার পরিচয় দেয় 'জাসসাসা' এবং আমাদেরকে গির্জায় আসতে বলে, তাই আমরা দ্রুত তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। তখন শিকলে বাঁধা লোকটি বলল, আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি, হেজাযের 'বাইসান' এলাকার খেজুর বাগানে ফল আসে কী? আমরা বললাম, হ্যাঁ, আসে। সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে সে বাগানে ফল ধরবে না। তারপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি! 'তাবারিয়া' নদীতে কি পানি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই সে পানি শুকিয়ে যাবে। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বল দেখি! 'যোগার' ঝর্ণায় পানি আছে কী?

এবং সেখানকার অধিবাসীগণ কি সে ঝর্ণার পানি দ্বারা তাদের ক্ষেত-খামারে ফসলাদি উৎপন্ন করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার বাসিন্দাগণ ঐ পানি দিয়ে ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করে। এরপর সে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা বল দেখি! উম্মীদের নবীর সংবাদ কী? আমরা বললাম, তিনি মক্কা হতে হিজরত করে বর্তমানে মদীনায় অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞেস করলো, বল দেখি! আরবরা কি তাঁর সঙ্গে লড়াই করেছিলো? আমরা বললাম, হ্যাঁ করেছিলো। সে জিজ্ঞেস করলো, তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। উত্তরে আমরা বললাম যে, তাঁর আশে-পাশের আরবদের উপরে তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং তাঁরা আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এতদশ্রবণে সে বলে উঠলো, তোমরা জেনে রাখ! তাঁর আনুগত্য করাই তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে।

অতঃপর সে আপন অবস্থা এভাবে বর্ণনা করলো- আমি মাসীহে দাজ্জাল, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি বের হয়ে যমীনে বিচরণ করবো। চল্লিশ দিনের ভেতর আমি মক্কা-মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল জনপদে প্রবেশ করবো। সে দুই স্থানে প্রবেশ করা আমার উপর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার কোন একটিতে প্রবেশ করতে চাবো, তখন মুক্ত তরবারী হাতে ফেরেশ্‌তা এসে আমাকে বাধা দিবে। বস্তুতঃ এর প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারারত আছে।

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারিণী হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পর্যন্ত বর্ণনা করে আপন লাঠি দ্বারা মিম্বরে টুকা দিয়ে বললেন, ইহা তাইবাহ্, ইহা তাইবাহ্, ইহা তাইবাহ্, অর্থাৎ 'মদীনা'। অতঃপর সমবেত সকল সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলেন, বল দেখি ইতোপূর্বে আমি কি তেমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করিনি? উপস্থিত সবাই উত্তর দিলেন, জি, হ্যাঁ। সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- দাজ্জাল সিরিয়ার কোন এক সাগরে অথবা ইয়ামানের কোন এক সাগরে আছে। পরে বললেন, না বরং সে পূর্বদিক হতে আগমন করবে। এ বলে তিনি হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করেন। (অবলম্বনে-মুসলিম)

জান্নাতের দুয়ারে

পরকাল লাভের পাথেয় সংগ্রহের উদগ্র বাসনায় প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া সাথীরা বসে আছেন তাঁর চারপাশে। কারো মাঝে নেই কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ধীর-শান্ত স্বর্গীয় জ্যোতিস্নাত প্রতিটি হৃদয়। সবার মধ্য বিন্দুতে বসে তিনি শৈল্পিক উপস্থাপনায় প্রত্যেকের মানসপটে এঁকে দিচ্ছেন অফুরন্ত সুখের চিরন্তন আবাস জান্নাতের জীবন্ত ছবি। মুক্তার দানার মতো ঝরে পড়ছে তাঁর প্রতিটি কথামালা। তিনি বলছেন–

সর্বশেষ ব্যক্তি- যে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, একবার সম্মুখের দিকে ঝুকে পড়বে, আরেকবার আগুন তাকে ঝলসিয়ে দিবে। এই অবস্থায় যখন সে দোযখের সীমানা পেরিয়ে আসবে, তখন উহার দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান রব! যিনি আমাকে তোমাক হতে মুক্তি দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পরের কোন ব্যক্তিকেই প্রদান করেননি। এরপর তার সম্মুখে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছিয়ে দিন, যাতে আমি উহার ছায়া উপভোগ ও ঝর্ণার পানি পান করতে পারি। সে সময় আল্লাহ তা'আলা বললেন- হে আদম সন্তান! যদি আমি ইহা তোমাকে দেই, তখন হয়তো তুমি আমার নিকট অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে- না। হে আমার পরওয়ারদিগার! সাথে সাথে সে আল্লাহর সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে যে, সে আর কিছুই চাবে না। তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দর্শনে আল্লাহ তা'আলা তাকে অসহায় ভেবে

তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের নিকট পৌঁছিয়ে দিবেন। সে উহার ছায়া গ্রহণ করবে এবং পানি পান করবে।

অতঃপর আরেকটি গাছ প্রকাশ পাবে, যা প্রথমটি অপেক্ষা উত্তম। সে তখন বলবে- হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির নিকটবর্তী করে দিন, যেন সেখানে আমি ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং উহার ছায়ায় বিশ্রাম নিতে পারি। ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই তোমার কাছে প্রার্থনা করবো না। ঐ সময় আল্লাহ বলবেন- হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, ইহা ব্যতীত আর কিছু চাবে না? আল্লাহ আরো বলবেন– এমনও তো হতে পারে, যদি তোমার এ আবেদন রক্ষা করি, তখন তুমি আরো কিছু চেয়ে বসবে? সে তখন এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে, উহা ছাড়া দ্বিতীয় কিছুই চাবে না। আল্লাহ পাক তাকে অপারগ মনে করবেন। কেননা তিনি ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, ওখানে যাওয়ার পর সেখানকার নেয়ামত দেখে, সে লোভ সামলাতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ তাকে উহার নিকটবর্তী করে দিবেন। সে উহার শীতল ছায়ায় আরাম করবে ও ঠান্ডা পানি পান করবে।

অতঃপর জান্নাতের দুয়ারের সন্নিকটে তৃতীয় আরেকটি বৃক্ষ প্রকাশ হবে, যা প্রথম দুটি অপেক্ষা উত্তম। উহা দেখে লোকটি বলে উঠবে, হে আমার মাওলা! আমাকে ঐ গাছের নিকটে পৌঁছিয়ে দিন, যাতে আমি উহার ছায়া গ্রহণ করতে পারি ও পানি পান করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলবে যে, উহা ব্যতিরেকে আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তখন বলবেন- হে বনী আদম! তুমি কি আমার সাথে এই ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে এর বাইরে অন্য কিছুই আবদার করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, ওয়াদা তো করেছিলাম, কিন্তু আমার রব! এই আকাঙ্খাটি পূর্ণ করে দিন, আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তা'আলা তাকে অপারগ মনে করবেন। কারণ তিনি সম্যক জ্ঞাত, ইহার পর সে যা কিছু দেখবে, তাতে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। এরপর তাকে উহার নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। সে গাছটির নিকট পৌঁছে জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পেয়ে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।

আল্লাহ তখন বলবেন- হে বনী আদম! আমার কাছে তোমার চাওয়ার সমাপ্তি কখন ঘটবে? আচ্ছা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়া সমপরিমাণ জায়গা এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? লোকটি ঐ সময় বলবে, হে পরওয়ারদিগার! তুমি নিখিল ভুবনের বাদশাহ হয়েও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

এই কথা বলার পর উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হেসে দিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে না কেন? তখন সমবেত সকলে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বলুন তো আপনি কেন হাসলেন? তিনি উত্তর দিলেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হেসেছিলেন। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কিসে আপনাকে হাসালো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যখন ঐ লোকটি বলল, তুমি রাব্বুল আলামীন হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছো? স্বয়ং আল্লাহ পাক তখন হেসে ফেললেন এবং বললেন–

"আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না; বরং আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।" (মুসলিম- অবলম্বনে)

পানির উপরে আসর

অদৃশ্য সেই সত্তা, যার হুকুমের আজ্ঞাবহ সূর্যের তপ্ত কিরণ, চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, বাতাসের হিল্লোল, সাগরের কল্লোল, পাহাড়ের ঝর্ণাধারা, নদী অববাহিকার প্রবাহমানতা, শান্ত নিঝুম রজনী, প্রোজ্জ্বল দীপ্তিময় দিবসের আগমন-নির্গমন, সমুদ্র তলদেশের মৎস, গর্তের পিপিলিকা, নিঃসীম অন্ত রীক্ষে উড়ন্ত বিহঙ্গ, সবুজ তরুলতা, নীলাকাশের ফেরেশ্‌তা। এক কথায় জলে-স্থলে আর সপ্ত যমীনের নীচে, সাত আসমানের উপরে যত মাখলুক আছে সব কিছুই। সেই মহান সত্তার মহত্ব, বড়ত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব যেন প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা, তাঁরই আনুগত্যে উৎসর্গীকৃত সাহাবায়ে কেরামের মনমুকুরে শিলালিপির ন্যায় গেঁথে যায়; এই অভিপ্রায়ে দিবানিশি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সামনে আপন রবের গুণ-কীর্তন করেন। মহিমা গান। বর্ণনা করেন, তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শনাবলী। কোন সময় আলোচনা করেন, চির শান্তি নিকেতন জান্নাতের অনিঃশেষ নেয়ামত! জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাব! কবরের হরেক রকম শাস্তি! তমুময় পুলসিরাত পাড়ি দেয়ার ভয়ালতা! মিযানের হিসাব-নিকাশের কঠোরতা! ময়দানে হাশরের অবস্থান ও মহাপ্রলয়ের বিভীষিকাময় কঠিন পরিস্থিতির কথা! আবার কখনো কিয়ামতের প্রাক্কালে কানা দাজ্জালেরর আবির্ভাব, তার অদ্ভূত সব কর্মকাণ্ড! এবং বর্বর ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনীর ধ্বংসলীলা প্রভৃতি বিষয়াদি তুলে ধরেন। আর আল্লাহর হাবীবের চুম্বুকাকর্ষিত প্রতিটি কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করেন সাহাবায়ে কেরাম। তেমনি আজো তিনি বলছেন–

ইবলীসের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে। শয়তান মাঝে-মধ্যে সমুদ্রের পানির উপর দরবার সাজায়। সভার আয়োজন করে। গোল টেবিল বৈঠক হয়। তখন তার সকল দোসরা- যারা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হরহামেশা খেটে বেড়াচ্ছে -এখানে এসে হাজির হয়। তাদের সকলের কাছ থেকে স্ব-স্ব কার্যবিবরণী শোনা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে। তখন সকল শিষ্যই নিজ নিজ কর্মের প্রতিবেদন পেশ করে। মঞ্চে উপবিষ্ট ইবলীস নীরবে তাদের বিবরণ শোনে।

এক শিষ্য এসে বলে, এক ব্যক্তি নামায পড়ার জন্যে মসজিদে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে আমি তাকে এমন কাজে ফাঁসিয়ে দিয়েছি, যে কারণে সে আর নামায পড়তে পারেনি। তার বক্তব্য শ্রবণে ইবলীস দারুণ খুশী হয়। বাহবা দেয়। বলে তুমি খুব সুন্দর কাজ করেছো। তবে সে খুব বেশী খুশী হয় না। তারপর অপর একজন চেলা এসে আরয করে, এক ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে কোথাও যাচ্ছিলো, আমি তাকে ইবাদত হতে বিরত রেখেছি। এ কথা শোনেও ইবলসি পুলকিত হয়।

অনন্তর এক চেলা এসে বলতে শুরু করে, এক দম্পতি বড় ভালোবাসা ও পারস্পরিক আন্তরিকতার সাথে সংসার করছিলো। তাদের দিনকাল গভীর সুখ ও অতীব আনন্দেই কাটছিলো। একদিন আমি হাজির হলাম তাদের সুখময় জীবন সংসারে। আর বিশ্রী কাণ্ড ঘটালাম। সাথে সাথে পরস্পরে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেলো। পরিণামে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। তার এই বক্তব্য শোনে ইবলীস নিজ সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায়। তার সঙ্গে আলিঙ্গন করে। তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে-

তুমি প্রকৃত অর্থে ভালো কাজ করেছো। তুমিই আমার যোগ্য প্রতিনিধি। তুমি যা করেছো, তা আর কেউ করতে পারেনি।

(অবলম্বনে- সহীস মুসলিম)

নবীজীর (সাঃ) দু'আ

বিশ্ব মানবতার শান্তির অগ্রদূত, সত্যের দিশারী, করুণার আধার, খোদার পিয়ারা হাবীবের কোন প্রার্থনাই কভু মহান মাওলার দরবারে আলীশানে বৃথা যায় না। যেতে পারে না। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজন স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের মানসে তাঁর পবিত্র দরবারে ছুটে এসে সবিনয় আবেদন জানায়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য একটু দু'আ করুন! তিনিও কাউকে ফিরিয়ে দেন না। করেন না নিরাশ। হাসিমুখে অম্লান বদনে দু'আ করে দেন। এই দু'আ প্রার্থীদেরই একজন হলো সালাবাহ ইবনে হাতিম আনসারী (রাযিঃ)।

একদিন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আত্মোৎসর্গকারী সাথীদের নিয়ে বসে আছেন। হেনকালে সালাবাহ এসে বিনীত নিবেদন করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দু'আ করে দিন যেন আমি প্রচুর বিত্ত বৈভবের অধিকারী হয়ে যাই। তাঁর কথায় নবীজী নীরব হয়ে গেলেন, হারিয়ে গেলেন নীরবতার অথৈ সরোবরে। দূর পাল্লার চাহনি মেলে তাকালেন দূরে, বহু দূরে, দিগন্তের নীলিমায়, যেখানে প্রকৃতি একে অপরকে আলিঙ্গন করে আছে। তাঁর দৃষ্টির বোরাক ইহজগত পাড়ি দিয়ে পরজগত ঘুরে এলো। এরপর তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো সুমহান বাক্যমালা তিনি বললেন, তবে কী তোমার কাছে আমার পথ পছন্দনীয় নয়? সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, আমি চাইলে উহুদ পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে ছায়ার সদৃশ আমার পিছু পিছু ঘুড়ে বেড়াতো। কিন্তু এরূপ ধন- দৌলতের মালিক হতে আমি চাইনি। নবীজীর কথা শোনে তাঁর অন্ত করণে ফুলে উঠা আশার রঙ্গীন বেলুনটি চুপসে গেলো। তখন সে ফিরে

গেলো। কিন্তু হৃদয় গহীনে লালিত প্রলোভন নামের সর্বনাশী বিষাক্ত নাগিনী তার কুৎসিত মাথা বের করে আবার ফোঁসে উঠলো। এবার আর সে নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না । হন্যে হয়ে পুনঃ ছুটে এলো রাসূলের কাছে। এসে পূর্বের সেই একই আব্দার রাখলো। সাথে সাথে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, আল্লাহপাক যদি আমাকে অঢেল সম্পদ দান করেন; তবে অবশ্যই আমি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য ষোলকলায় আদায় করে দিবো। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বারণ করলেন না। হাত উঠালেন। কায়মনোবাক্যে দু'আ করলেন। রাসুলের দু'আয় যেন সালাবার নিরাশার আধারে জ্বলে উঠলো আশার প্রদীপ। তার হৃদয়ের কুসুম-কাননে পাপড়ি মেলে তাকালো আনন্দ ও আহলাদের ঘুমন্ত কুসুম কলিরা। হরষ পুলকের তারায় তারায় ছেয়ে গেলো তার মনের রৌদ্রজ্জ্বল নিঃসীম অন্তরীক্ষ। কারণ প্রিয় নবীজীর দু'আ আদৌ বিফলে যাবার নয়। এবার সব পাওয়ার আমেজ বক্ষে নিয়ে বাড়ীর পথে চলল সালাবাহ ইবনে হাতিম আনসারী।

দিন গড়িয়ে নামে রাত। রাত পেরিয়ে আসে দিন। গত হয় সপ্তাহ। সপ্তাহ গিয়ে শেষ হয় মাস। এভাবে স্রষ্টার চিরাচরিত নিয়মের আওতায় ঘুরতে লাগলো সময়ের চাকা। এ দিকে অসাধরণ গতিতে বাড়তে লাগলো সালাবার ছাগল- ভেড়া। একদিন দেখা গেলো মদীনায় বসবাসের জন্য তার স্থানটি সংকুলান হচ্ছে না। তখন বাধ্য হয়েই সে মদীনার বাইরে চলে গেলো। তবে যোহর ও আছরের নামায মদীনায় এসে প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গেই পড়তো। আর বাকী অবশিষ্ট নামাযগুলো তার মালামালের স্থানেই আদায় করে নিতো।

আল্লাহর হাবীবের দু'আর কারিশমা যেন নিত্যদিন নবরূপে বিকশিত হচ্ছিলো। অসম্ভব আকারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তার ছাগল ও ভেড়া, যার দরুন তার বর্তমানের স্থানটিও সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। ফলে সে মদীনা শহর থেকে অনেক দূরে গিয়ে অন্য একটি জায়গা নিলো। সেখান থেকে কেবলমাত্র সে জুমুআর নামাযের জন্য মদীনায় আসতো এবং অপরাপর পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিতো। এখানে তার কেটে গেলো বেশ কিছু দিন। তার ঐশ্বর্য দিন দিন বেড়েই চললো। পূর্বের অপেক্ষা

শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানেও তার জায়গা হলো না। অনন্যোপায় হয়ে এ জায়গা পরিবর্তন করে তাকে প্রস্থান করতে হলো মদীনা থেকে দূরে বহু দূরে। সেখানে গিয়ে প্রিয় নবীজীর নিয়মিত মুসল্লী সালাবাহ জুমুআ ও জামা'আত- সকল কিছু হতে বঞ্চিত হলো। তবে পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই অতীত হতে লাগলো তার দিবস-যামী। অর্থের প্রাচুর্যে যেন তার উন্মত্ত আনন্দ সাগরের সৈকতে আছড়ে পড়ছিলো খুশির অযুত উর্মিমালা। তখন যেন তার উপরে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হচ্ছিলো কুরআনের দীপ্ত ঘোষণা "মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত খামারের মতো মোহনীয় সামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছে উত্তম আশ্রয়।" এবং নবীজীর অমীয় বাণী "যদি মানুষের অর্থ-সম্পদের দুটি উপত্যাকা-মাঠ বা প্রান্তর থাকে, তথাপি সে তৃতীয় আরেকটির অনুন্ধান করে বেড়াবে এবং মৃত্যু ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই তার জঠর পূর্তি করতে পারবে না, আর আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার প্রতি করুণা করেন, যে তাঁর দিকে গন্তব্য স্থির করে।"

অপরদিকে সে ভুলে গেলো আল্লাহর সতর্কবাণী- "তোমাদের বিত্ত-বৈভব ও সন্তানাদি তো নিছক পরীক্ষা স্বরূপ, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।"

দীর্ঘ দিন পরের কথা। একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে আলোচান করছেন। এরই মাঝে হঠাৎ সালাবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। জানতে চাইলেন তার অবস্থা। তখন উপস্থিত সবাই বললেন, তার অর্থ সম্পদ মাত্রাতীত হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, ফলে শহরের নিকটবর্তী কোথাও স্থানে সংকুলান হচ্ছে না। বিধায় দূরে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে। তাই তাকে অধুনা দেখা যায় না। একথা শ্রবণে রাসূলের কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুণ মর্মাহত হলেন। গরম চায়ের কাপের উপর ঘূর্ণায়মান ধোঁয়ার মতো একরাশ বিষণ্নতা নবীজীকে ঝাপটে ধরলো। ভোরের শান্ত আকাশ সহসা কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়ার মতোই তাঁর উজ্জ্বল মুখশ্রী ছেয়ে গেলো বিষাদের কালো আবরণে। সেই সঙ্গে যেন

কষ্টের এক জীবন্ত নদীর বুক ফুঁড়ে ভেসে উঠলো পরিতাপের কন্টকময় চর। সে কন্টক বিঁধলো প্রিয় নবীজীর মখমল পেলব হৃদয়ে। শুরু হলো রক্ত ক্ষরণ। তিন তিনবার তাঁর কণ্ঠ হতে অস্ফুট আওয়াজে ঝরে পড়ে 'সালাবার প্রতি আফসোস" উক্ত বাক্যটি!!! সাথে সাথে মজমায় বিদ্যমান পুঞ্জিভূত সৌরভের উপর দিয়ে বয়ে গেলো এক ঝটকা গুমোট হাওয়া।

কাকতালীয়ভাবে সে সময়ই অবতারিত হয় সাদাকার আয়াত। তাতে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মুসলমানদের কাছ থেকে নির্ধারিত পরিমাণ সাদাকা আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ মোতাবেক তিনি পালিত পশুর সাদাকার আইন প্রণয়ন করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন কল্পে দু'জনকে সাদাকা আদায় করার নিমিত্তে প্রেরণ করেন এবং সাথে সাথে আদেশ দেন, যেন তারা সালাবার কাছে যায়। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক ব্যক্তির নিকট যাওয়ার হুকুমও করেন। আদেশ অনুযায়ী তারা উভয়ে সালাবার কাছে পৌছলো এবং নবীজীর লিখিত ফরমান দেখালো, তখন সালাবাহ বলতে লাগলো, এতো 'জিযিয়া কর' হয়ে গেলো, যা অমুসলমাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। এরপর বললো,ঠিক আছে এখন আপনারা যান। ফেরার পথে আবার এখান হয়ে যাবেন। এরা চলে গেলো।

সম্পদের মোহে পড়ে সে ভুলে গেলো কঠোর শাস্তির কথা, ইরশাদ হচ্ছে- "যারা স্বর্ণ-রূপা জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাহে ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ দিন। সে দিন তা জাহান্নামের লেলিহান আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তার ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করা হবে এবং বলা হবে, এগুলো তোমরা যা নিজেদের নিমিত্তে জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং আস্বাদন করো জমা করে রাখার স্বাদ"।

এদিকে বনী সুলাইম গোত্রের লোকটি যখন নবীজীর ফরমান ও লোকদ্বয়ের আগমন বার্তা শোনলো , তখন সে নিসাব অনুপাতে পালিত পশু উট-বকরীর মধ্য থেকে বাছাই করে সর্বোৎকৃষ্ট গুলো নিয়ে নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রেরিত দু'কর্মকর্তার কাছে নিজে

হাজির হলো। তার সবগুলো উট-বকরী হৃষ্টপুষ্ট দেখে তাঁরা বললো, আমাদেরকে পশুসমূহের মাঝে উত্তমটি নিতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারংবার মিনতি ভরে বলতে লাগলো, আমি প্রফুল্ল চিত্তে এগুলো দিতে চাই; আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করে নিন।

অতঃপর এ দু'কর্মকর্তা অপরাপর মুসলমানদের সাদাকা আদায় করতঃ পুনরায় সালাবার কাছে এসে পৌঁছলে সে বললো, আমাকে সাদাকার আইনগুলো দেখাও। তাকে দেখানো হলে সে পূর্বের ন্যায় মন্তব্য করতে শুরু করলো যে, এতো সব ধরণের 'জিযিয়া করই' হয়ে গেলো, যা মুসলমানদের থেকে নেয়া সমীচীন নয়। যা হোক, এখন আপনারা যান, আমি পরবর্তীতে ভেবে-চিন্তে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।

আহ! এখানে যেন তার উপর বর্ণে বর্ণে বাস্তবে পরিণত হচ্ছিলো কুরআনের সেই সতর্কবাণী-"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। যারা এ কারণে উদাসীন হয় তারাই মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে কেন আরো কিছু সুযোগ দিলেন না? তাহলে আমি সাদাকা করে সৎকর্মশীলদের দলভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নিরূপিত সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আল্লাহ কাউকে সুযোগ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সাক্ল্যে বিদিত।"

তারা উভয়ে যখন নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো, তখন নবীজী তাদের কুশলাদী জিজ্ঞাসার পূর্বে আবারো "সালাবার উপর আফসোস" এ বাক্যটি তিন তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর সুলাইমির উপর সন্তুষ্ট হয়ে প্রসন্ন মনে দু'আ করে দিলেন।

সালাবার ধৃষ্টতাপূর্ণ অশোভন আচরণে প্রিয় নবীজীর ব্যথাতুর মরমী দিলের আফসোসের সূর লহরী কাঁপন তুললো লউহে মাহফুজে। সপ্ত আকাশ ফোঁড়ে ওহী নিয়ে হাজির হলেন জিব্রাঈল আমীন। যা কুরআনে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে- "তাদের মাঝে কোন কোন লোক এমনও

রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল যে, আল্লাহ যদি তাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তাদ্বারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মতো সমুদয় হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনদের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক যখন তাদেরকে স্বীয় অনুকম্পায় সম্পদ দান করলেন, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।"

নবীজী যে মজলিসে সালাবার ব্যাপারে তিন তিনবার আফসোস বাক্যটি উচ্চারণ করছিলেন, সে মজলিসে তার কতিপয় আত্মীয় আপনজন উপস্থিত ছিলো। প্রতিনিয়ত যে নবীজীর মুখ নিঃসৃত হয় প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, মার্জনা, করুণা, সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্বের মধুর বাণী। যার অবস্থান মানবতা, মহানুভবতা, ঔদার্য, হৃদ্যতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সমবেদনার সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। সে নবীজীর মুখে এমন বেদনা বিধুর পরিতাপ সিক্ত বাক্য শ্রবণে তাদের ভিতর মরু সাইমুম বয়ে গেলো, কালবিলম্ব না করে সে মুহূর্তে একজন সালাবার বাড়ী পৌঁছে তাকে ভৎর্সনা করে বললো, তোমার সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। আগন্তুকের কথা শোনে সে ভীষণ ভরকে গেলো। অবাক বিস্ময়ে চোখ তার ছানাবড়া হয়ে গেলো, হৃদয়ের কন্দরে শুরু হলো অস্থিরতার টর্নোডো। কালক্ষেপণ না করে তীব্র বেগে ছুটে এলো মদীনায়। সোজা গিয়ে হাজির হলো রাসূলের দরবারে। আকুলি-বিকুলি করে নিবেদন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাদাকা কবূল করে নিন। প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরুত্তাপ স্বচ্ছ জবাব তোমার সদাকা কবূল করতে আল্লাহ তা'আলা আমায় বারণ করেছেন। একথা শোনে সালাবাহ নিজের মুখে চটোপঘাত করতে লাগলো।

নবীজী বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্মের ফল। আমি তোমাকে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা উপেক্ষা করেছো। এখন তোমার সাদাকা কবূল হতে পারে না। তখন সে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলো। এমন ভাবে দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এলো নবীজীবনের অন্তিমকাল। অবসান হলো তাঁর হিমালয় সম ত্যাগের রুধির রাঙ্গা সফর। চলে

গেলেন পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে। রেখে গেলেন সভ্যতার মরণ কুঞ্জে ফুলে-ফুলে ভরা এক চির বসন্ত ও জিয়ন কাঠির ছোঁয়ায় সোনায় রূপান্তরিত এক শ্রেষ্ঠ মানবতার কাফেলা। যাদের অনুসৃত পথে চলে নিখিল ভূবনের তিমির শরবরির মুসাফিরেরা পাবে আলোর সন্ধান।

এবার খেলাফতের গৌরবোজ্জ্বল মসনদে সমাসীন হলেন, তারই প্রতিমুহূর্তের সজাগ সহচর ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত আবু বকর (রাযিঃ)। সুনিপুণ হাতে পরিচালনা করতে লাগলেন খেলাফতের কার্যাবলী। তখন হতভাগ্য সালাবাহ তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর সাদাকা কবূল করার জন্য আবেদন জানালে, তিনি বললেন, যেখানে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেননি, সেখানে আমি কিভাবে গ্রহণ করবো? খেলাফতের গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করে একদিন তিনিও ইহলোক ছেড়ে চলে যান পরলোকে।

এরপর আসে লৌহমানব হযরত উমরের (রাযিঃ) খেলাফত কাল। তিনি শক্ত হাতে টেনে ধরেন খেলাফতের বাগডোর। নিপুণ দক্ষতার সাথে আদায় করেন অর্পিত দায়িত্ব। অর্ধ জাহান জুড়ে শো শো শব্দ তুলে উড়ে যায় সত্যের সুবাতাস, শান্তির ফোয়ারা। একদিন নিভে যায় তাঁর জীবন প্রদীপ।

অতঃপর খেলাফতের সোনালী আসনে আরোহন করেন হযরত উসমান গণী (রাযিঃ)। সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন নিজ দায়িত্ব। তখনো সালাবাহ এসে আবেদন জানায়। কিন্তু তিনিও তাদের মতোই ফিরিয়ে দেন। তাঁর শাসনামলেই দুনিয়ার মোহ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে, কালো অর্থের পাহাড় রেখে হিম শীতল প্রয়াণের ভয়াল বিভীষিকাময় কোলে ঢলে পড়ে সালাবাহ। ঠিক তখনই যেন বিমূর্ত হয় শাশ্বত কুরআনের চিরন্তন এই আয়াতটি - "তারা যখন ঐ সকল উপদেশ বিস্মৃত হয়ে গেলো, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমন কি যখন তাদের প্রদত্ত বিষয়াদির জন্য তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়লো, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, তখন তারা নিরাশ হয়ে গেলো। (অবলম্বনে- মা'আরিফুল কুরআন)

শয়তানের সত্য কথা

নিরব নিস্তব্ধ রজনী। চারদিক তিমির আঁধারে আচ্ছন্ন। শান্ত মদীনার অলি-গলিতে কোথাও জন মানবের কোন চিহ্ন নেই। রা-শব্দ নেই। সর্বত্রই কবরের নিরবতা বিদ্যমান। প্রভাকর অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে দিনের কর্মক্লান্ত মানুষেরাও শয্যা গ্রহণ করেছে। নিদ্রাদেবীর শীতল ক্রোড়ে মাথা রেখে সুখ নিদ্রায় সবাই বিভোর। গোটা প্রকৃতিও তখন গভীর ঘুমে অচেতন। সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার আভা যেন সব কিছুতেই প্রস্ফুটিত। নিঝুম রাতের এ মৌন গম্ভীর পরিবেশে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক রমযানের যাকাতের মাল দেখা শুনার দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁরই প্রিয় আবু হুরাইরার দুটি চোখই কেবল জাগ্রত। তাঁর সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ সবদিকে।

সেই নিশীতে অজ্ঞাত এক লোক এসে উভয় হাত ভরে শস্য নিতে আরম্ভ করলো। তিনি তস্কর লোকটিকে হাতে নাতে ধরে ফেললেন। বললেন, চলো তোমাকে নিয়ে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবো। কিন্তু তস্কর লোকটি বিনয়ে ভেঙ্গে পড়লো। আকুলি-বিকুলি করে বলতে লাগলো, আমি একজন গরীব লোক, আমার উপর পরিবারের বোঝা রয়েছে এবং আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু হুরাইরা! তোমার কয়েদী গত রাতে কী করেছে? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সে তার অতীব অভাবগ্রস্ততা ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করলো, এ কারণে তার প্রতি আমার দয়ার সঞ্চার হলো। তাই

আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। নবীজী বললেন, সাবধানে থেকো! সে তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছে, সে আবার আসবে।

সাহাবী আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদের কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো যে, অবশ্যই সে আবার আসবে। সুতরাং আমি অপেক্ষায় রইলাম। ঠিক তাই হলো। সে রাতে এসে দুই হাতে শস্য নিতে আরম্ভ করলো। আমি তাকে ধরে বললাম, তোমাকে অবশ্যি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি অভাবগ্রস্ত, তদুপরি আমার উপর পরিবার পরিজনের বোঝা আছে, আগামীতে আর আসবো না। তার প্রতি মায়া হলো। তাকে ছেড়ে দিলাম।

পরদনি প্রভাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, আবু হুরাইরা! তোমার কয়েদীর কী হলো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। সে তার কঠিন প্রয়োজন ও পরিবার পরিজনের বোঝার অভিযোগ করলো, এজন্যে তার প্রতি আমার মায়া হলো ও ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন, সাবধানে থেকো! সে মিথ্যা বলেছে, আবার আসবে।

সুতরাং আমি তার আগমনের প্রতীক্ষায় রইলাম। সে পুনরায় এসে উভয় হাত ভরে শস্য নিতে শুরু করলো। আমি তাকে ধরে বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাবো। এই তৃতীয় বার এবং শেষ সুযোগ। তুমি অঙ্গীকার করেছিলে, আগামীতে আসবে না, কিন্তু এসেছ। সে বললো, আমাকে মুক্ত করে দাও, আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিবো, যা দ্বারা আল্লাহপাক তোমার উপকার করবেন। আমি বললাম, সে বাক্যগুলি কী? সে বললো, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবে। তোমার জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে একজন হেফাজতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান তোমার নিকট আসবে না।

ভোরবেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তোমার কয়েদীর কী হলো? আমি আরয করলাম, সে বলেছিলো

যে, আমাকে এমন কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিবে যা দ্বারা আল্লাহপাক আমার উপকার করবেন। তাই এবারও তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, সেই বাক্যগুলি কি ছিলো? আমি বললাম, সে এই বলে গিয়েছে যে, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়ে নিবে। তোমার জন্যে আল্লাহর পক্ষ হতে একজন হেফাজতকারী থাকবে এবং সকাল অবধি তোমার নিকট কোন শয়তান আসবে না। সাহাবায়ে কেরাম নেক কাজের প্রতি নিতান্তই আগ্রহী ছিলেন। তাই শেষ বারও ছেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, মনোযোগ সহকারে শোন! যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু তোমার সঙ্গে সত্য কথা বলেছে। হে আবু হুরাইরা! তুমি কি জান তিন রাত্রি যাবৎ তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে? আমি বললাম, না। তিনি এরশাদ করলেন, সে ছিলো শয়তান। (অবলম্বনে- বুখারী)

রক্তমাখা তীর

জ্ঞানার্জনের অদম্য আগ্রহ নিয়ে রাসূলে আরাবীর সম্মুখে বসে আছে তাবৎ পৃথিবীর মানবতার শ্রেষ্ঠতম কাফেলা সাহাবায়ে কেরামের জামাত। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাসূলের হাসি হাসি মিষ্টি মুখের উপর। তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত শাশ্বত সত্যের পয়গামগুলি শোনার জন্যে। জানার জন্যে। তিনি আজ আলোচনা করছেন দাজ্জাল সম্পর্কে। ঝর্ণার অবিরাম পানি ঝরার মতোই তিনি বলে চলছেন; আমার জীবদ্দশায় যদি তার আবির্ভাব হয়, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলীল-প্রমাণে বিজয়ী হবো। আর যদি আমার তিরোধানের পর তার আবির্ভাব ঘটে, তখন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি দলীল-প্রমাণের দ্বারা মুকাবেলা করবে। ঐ সময় প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে আমার পরিবর্তে আল্লাহই হবেন সহায়ক। সে হবে একজন নৌজওয়ান, মাথার চুল কোঁকড়ান, ফোলা চক্ষু বিশিষ্ট। আমি তাকে ইহুদী আব্দুল উয্যা ইবনে কাতানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। সুতরাং যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরায়ে কাহাফের শুরুর আয়াতগুলি পাঠ করে। কেননা এই আয়াতগুলি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদে রাখবে। সে সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে বের হবে আর চলার পথে ডানে ও বামের অঞ্চলসমূহে ধ্বংসাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি করবে।

হে আল্লাহর বান্দাসকল! তোমরা ঈমান ও আকীদায় দ্বীনের উপর অটল থাকবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যমীনে কতদিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন; চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বৎসরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলি তোমাদের স্বাভাবিক দিনগুলির ন্যায় হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আচ্ছা বলুন তো, সেই একদিন, যা এক বৎসরের সমান হবে, সেই দিবসে কি আমাদের পক্ষে এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। বরং সেই দিবসে এক একদিন পরিমাণ হিসাব করে নামায আদায় করতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যমীনে তার চলার গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন, সেই মেঘমালার ন্যায় যার পিছনে প্রবল বাতাস রয়েছে। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলতে শুরু করলেন, অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদেরকে তার অনুসরণের আহ্বান করবে। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ দিবে, ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে আদেশ করবে, ফলে যমীন ঘাস-ফসলাদি উৎপন্ন করবে। লোকদের গবাদিপশুগুলি সেই চারণ ভূমি হতে সন্ধ্যায় যখন ফিরবে, তখন উঁচু কুঁজবিশিষ্ট এবং দুধে স্তন ভর্তি অবস্থায় কোমর টানিয়ে ফিরবে। এরপর সে অপর এক কওমের নিকট এসে তাদেরকে ও তার খোদায়ীর দিকে আহ্বান করবে। কিন্তু তারা তার দাবী প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের কাছ থেকে ফিরে আসবে। সে সময় ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা মহা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের হাতে মাল-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তারপর সে একটি অনাবাদ বিরান জায়গা অতিক্রম করবে এবং সেটিকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অভ্যন্তরে যে সম্পদ গুপ্ত আছে তা বের করে দাও। তখন যমিন তার গুপ্ত বের করে দিবে এবং উক্ত ধন-সম্পদ এমনভাবে তার পশ্চাতে ছুটে চলবে, যেমন ভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতা মৌমাছির পিছনে ছুটে চলে।

অতঃপর দাজ্জাল ভরা যৌবনে উপনীত এক যুবককে তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাবে, যুবক তা প্রত্যাখ্যান করবে, ইহাতে দাজ্জাল ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে তরবারির আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খণ্ডকে এত দূরে দূরে নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ ব্যবধান থাকবে। অতঃপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের দিকে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক জীবিত হয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যখন সে এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকবে, ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ ঈসা ইবনে মারয়াম (আঃ)কে আকাশ

হতে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব প্রান্তের শ্বেত মিনার হতে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন ফেরেশ্‌তার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু করবেন, তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম ঝরবে। আর যখন মাথা উঁচু করবেন, তখন উহা স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় ঝরতে থাকবে। যে কোন কাফের তাঁর শ্বাসের বায়ূ পাবে ততক্ষণাৎ সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। অথচ তাঁর শ্বাস বায়ূ দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এই অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজে বেড়াতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর একটি সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছে আসবে, যাদেরকে আল্লাহপাক দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদ রেখেছিলেন। তখন তিনি তাদের চেহারায় স্বীয় হাত বুলিয়ে দিবেন এবং সাথে সাথে জান্নাতে তারা কি পরিমাণ উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবে, সে সুসংবাদও প্রদান করবেন। তিনি এ সমস্ত কাজে প্রবৃত্ত থাকা অবস্থায়ই আল্লাহপাক খবর প্রেরণ করবেন, আমি এমন কিছু সংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি, যাদের মুকাবেলা করার ক্ষমতা কারো নেই, অতএব তুমি আমার বান্দাদের 'তূর' পর্বতে নিয়ে হেফাজত কর।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইয়াজুজ-মাজুজকে পাঠাবেন। ওরা উচ্চ ভূমি হতে নীচে নেমে অতি দ্রুত সন্তরণ করতে থাকবে। ওদের প্রথম দল সিরিয়ার 'তাবারিয়া' নদী অতিক্রম করার বেলায় উহার সবটুকু পানি পান করে ফেলবে। পরে ওদের সর্বশেষ দল সে স্থান অতিক্রম করার সময় বলবে, হয়তো কোন এক সময় এখানে পানি ছিলো। এরপর ওরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে অবস্থিত 'খামার' নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে বলবে, নিশ্চিত আমরা যমীনবাসী সকলকে হত্যা করে ফেলেছি। আস! এবার আমরা আকাশবাসীকে হত্যা করে ফেলি। এই বলে ওরা আকাশের দিকে তীর ছুঁড়ে মারবে। আর আল্লাহ তা'আলা ওদের তীরগুলিকে রক্তমাখা অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন। এই সময় আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীগণকে তূর পর্বতে চরম দুরাবস্থায় অবরোধ করা হবে। তাঁরা ভীষণ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবেন। এমন কি তাদের কারো জন্যে একটি গরুর মাথা এ যুগের একশত দীনার অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হবে। এই চরম অবস্থায় আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর

সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসের নিমিত্ত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ওদের গর্দানের উপর বিষাক্ত কীটের আযাব নাযিল করবেন। ফলশ্রুতিতে ওরা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে।

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ পর্বত হতে নীচে নেমে আসবেন। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হতে মুক্ত, এমন এক বিঘত যমীনও খালি পাবেন না। তখন এই বিপদ হতে পরিত্রাণের জন্যে তিনি স্বীয় সাথীদের নিয়ে পুনরায় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাবেন। আল্লাহ তা'আলা সঙ্গে সঙ্গে বখ্তী উটের গর্দানের সদৃশ লম্বা লম্বা গর্দান বিশিষ্ট পাখির ঝাঁক প্রেরণ করবেন। পাখির দল ওদের মরদেহ সমূহকে তুলে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা ফেলে দিবে। আর মুসলমানগণ ওদের তীর, ধনুক, তীর রাখার কোষসমূহ সাত বৎসর অব্দি লাকড়ি স্বরূপ জালাতে থাকবে। সে সময় আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যা জন বসতির কাঁচা-পাকা ঘরসহ প্রতিটি অংশকে ধৌত করে আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে দিবে। তারপর যমীনকে বলা হবে, তোমার ফল-ফলাদি বের করে দাও। তোমার কল্যাণ ও বরকত ফিরিয়ে আন। ফলে তখন এত বরকত হবে যে, একটি ডালিম এক কাফেলার লোকজন পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে। ও তার খোসা দ্বারা লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। আর দুধের মাঝে বরকত দান করা হবে। ফলে একটি উষ্ট্রীর দুগ্ধ একদল লোকের জন্যে যথেষ্ট হবে। একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি বকরির দুধ একটি পরিবারের সদস্যদের জন্য যথেষ্ট হবে। লোকেরা তখন আরাম-আয়েশ ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে থাকবে। ঠিক এমনি সময়ে সহসা একদিন আল্লাহ তা'আলা একটি স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত করবেন। উক্ত বাতাস প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের বগল স্পর্শ করবে ও তাদের রূহ কবয করবে।

অতঃপর কেবলমাত্র পাপী ও মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা পরস্পরে গাধার ন্যায় দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন তাদের উপরই মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। (অবলম্বনে- সহীহ মুসলিম)

পাথর গেলো সরে

কাঁকর বিছানো, লতাগুল্ম ছড়ানো, শিলা বিস্তৃত বন্ধুর পথ মাড়িয়ে, প্রাণনাশী দস্যুর ভয়াল ফাঁদ এড়িয়ে, কান্তার মরুলোকে নিরন্তর এগিয়ে চলছে তিন মুসাফির। চলছে তো চলছেই। অবিশ্রান্ত দুর্বার তাদের চলার গতি। চলার যেন শেষ নেই। ইতি নেই। অপরাহ্ন পেরিয়ে তখন সায়াহ্নের ধুলি ধুসর মরুভূমি। ক্ষণিক পরেই বেলা শেষের সূর্য বিদায় সালাম জানিয়ে হারিয়ে যাবে পাহাড়ের আড়ালে। তিমির আঁধারের কালো চাদরে ঢাকা পড়ে যাবে বসুন্ধরা। বেরিয়ে আসবে বিজন মরুর বুকে ওঁৎ পেতে থাকা হিংস্র হায়েনার দল। তাই নিরাপদ একটি আশ্রয়ের খোঁজে শক্তিশালী রাডারের মতোই সজাগ হয়ে উঠে মুসাফিরত্রয়ের সন্ধানী দৃষ্টি। অদূরেই নজরে পড়ে একটি পাহাড়। সামান্য এগুলেই পৌঁছে যাবে তারা পাহাড়ের পাদদেশে। তখন হঠাৎ কালো কালো মেঘে ছেয়ে যায় গোটা আকাশ। রুদ্রসাজে সজ্জিত হয়। শুরু হয় বজ্রের গুরু গর্জন আর বিজলীর ঝলকানি। নেমে আসে মুষলধারে বারিধারা। আত্মরক্ষার তাকিদে দ্রুত ছুটে চলে পাহাড়ের দিকে। সেখানে গিয়েই একটি গুহার দেখা পেয়ে যায়। গুহার মুখে পৌঁছে মশাল জ্বালিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কঠিন বিপদের সময় রাত্রিযাপনের নিমিত্তে এমন সুন্দর জায়গা পেয়ে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে আল্লাহর দরবারে। এরপর কালবিলম্ব না করে নৈশভোজের আয়োজন করে। ভোজন পর্ব শেষে বিছানায় এলিয়ে দেয় সারা দিনের দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ। শোয়া মাত্রই দুচোখে নেমে আসে সাত রাজ্যের ঘুম।

মধ্য রাত। নীরব নিস্তব্ধ রজনী। চারদিক শান্ত-সমাহিত। কোথাও জনমানবের কোন সাড়া শব্দ নেই। নিদ্রা দেবীর কোলে অঘোরে ঘুমাচ্ছে

সবাই। হঠাৎ প্রস্তর পতনের বিকট নিনাদে ঘুম ভেঙ্গে যায় পথিকত্রয়ের। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় রাতে মৌনতা। অজানা ভয়ের আশংকায় শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সকলে। সবার আত্মজিজ্ঞাসা কোন অঘটন নয় তো?! দ্রুত মশাল জ্বালিয়া কোষমুক্ত তরবারী হাতে ছুটে যায় গুহা মুখে; কিন্তু কোথায় বের হবার পথ? প্রচণ্ড ঝড় আর ভারী বর্ষণের ফলে বিশাল পাথর পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে সে পথ। নিশ্চিত মৃত্যু ভয়ে আঁতকে উঠে সবার মন! কারণ এই বিজন মরুর পর্বত গহ্বর হতে তাদের উদ্ধার করতে কে আসবে? কেইবা জানবে তাদের এখানে অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ? সে জন্যে সকলে মিলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে পাথরটি সরাতে ঐকান্তিক চেষ্টা চালায়; কিন্তু এক দণ্ডও সরাতে পারে না। তখন সকলের মন মিনারে উদিত হয় এ মহা বিপদ থেকে মুক্তির পথ হ্যাঁ, একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলাই পারেন, আমাদেরকে এ অন্ধকার গুহা থেকে মুক্তি দিতে। কালক্ষেপণ না করে সবাই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। নিজ নিজ নেক আমলের ওসীলায় দু'আ আরম্ভ করে দেয়।

প্রথম ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! আপনি পরিজ্ঞাত। আমার বাবা-মা বৃদ্ধ ছিলেন। আমি তাদেরকে দুধ পান না করিয়ে, আমার স্ত্রী, সন্তান ও গোলাম-বাঁদী কাউকেই দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে অনেক দূর যেতে হলো। আমার ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। তথাপি তাদের সন্ধ্যাকালীন পেয় দুধ দোহন করে, তাদের খেদমতে হাজির হই। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ঘুমন্ত। তখন তাঁদেরকে জাগ্রত করা আমার কাছে অপছন্দ মনে হলো এবং তাঁদেরকে দুধ পান করানোর পূর্বে স্ত্রী, সন্তান ও গোলাম-বাঁদীদের পান করাতেও মন চাইলো না। তখন আমি দুধের পেয়ালা হাতে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার প্রতীক্ষায় শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলাম। এভাবেই প্রভাত হয়ে গেলো। অতঃপর তারা জাগ্রত হয়ে তাঁদের সন্ধ্যার অংশ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি এ কাজটি কেবল আপনার সন্তুষ্টি লাভের কামনায় করে থাকি, তবে আমাদেরকে উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তার দু'আয় পাথর সামান্যে সরে গেলো বটে ! কিন্তু তারা বের হতে পারলো না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো : দয়াময় হে! আমার এক চাচাত বোন ছিল। আমি তকে খুব ভালবাসতাম। একদা তার সাথে নির্জনে মিলনের বাসনা ব্যক্ত করলে, সে তাতে অসম্মতি জানায়। অবশেষে এক দুর্ভিক্ষের বছর সে আমার নিকট আসলে, আমি তাকে নির্জনে মিলনের শর্তে একশত বিশটি দীনার প্রদান করি। তাকে নিজের আয়ত্বে পেয়ে যখন স্বীয় ইচ্ছা পূরণে উদ্যত হলাম, এমন সময় সে বললো, অন্যায়ভাবে তুমি আমার কৌমার্য নষ্ট করো না। তার কথা শুনে আমি অসৎ ইচ্ছা ত্যাগ করলাম। এমনকি তাকে প্রদত্ত দীনারগুলোও ফিরিয়ে নেইনি। অথচ তার প্রতি আমার অতীব আকর্ষণ ছিলো। দয়াময় হে! এ কাজটি যদি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই করে থাকি, তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। তার দু'আ শেষে পাথরটি আরো কিছু সরে গেলো, কিন্তু তারা বের হতে সক্ষম হলো না।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো, করুণার আধার হে! আমি কিছু মযদূর কাজের জন্যে রেখেছিলাম। কাজ শেষে প্রত্যেকের মজুরী আমি পরিশোধ করে দিলাম। কিন্তু একজন তার মজুরী না নিয়েই চলে গেলো। আমি তার রেখে যাওয়া অর্থ ব্যবসায় খাটালাম। তাতে উত্তরোত্তর মাল বৃদ্ধি হয়ে অনেক বেড়ে গেলো। কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর সে একদিন এসে বললো, হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই উট, গরু, বকরী এবং গোলাম, যা তুমি দেখছো সবই তোমার মজুরী। সে বললো, হে আল্লাহর বান্দা! ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, ঠাট্টা নয়। সত্যিই বলছি। তখন বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলার পর সে সমুদয় সম্পদ নিয়ে গেলো এবং কিছু রেখে যায়নি। হে করুণার আধার! এ কাজটি যদি শুধুমাত্র আপনাকে পাওয়ার জন্যই করে থাকি, তবে আজ এই মুসীবত থেকে পরিত্রাণ দিন। এবার পাথরটি পূর্ণরূপে সরে গেলো এবং তারা সকলে নিরাপদে বেরিয়ে এলো। (অবলম্বনে-সহীহ বুখারী)

ভিন্ন রকম আদালত

নীলাভ আকাশের বিস্তৃত সীমানা জুড়ে আলো আর আলো। কার্পাশ তুলোর ন্যায় সফেদ মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে তার সুবিশাল বক্ষে। প্রখর তেজদীপ্ত প্রভাকরের চোখ হতে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে অবিরত। নীচে মরু সাহারার উত্তপ্ত লু-হাওয়া শো শো মাতম তুলে আবার হারিয়ে যাচ্ছে মরুর বালি সাগরে। সূর্যের প্রমত্ত উত্তাপে বালিকণাগুলো জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়েছে। এরই ভিতর বকরী চড়াচ্ছেন প্রিয় নবীজীর এক প্রিয় সাহাবী হযরত আমর ইবনে মাইমুন। তিনি তখনো অজ্ঞতার তিমির আঁধারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অন্ধকারের এক পাহাড় হতে অপর পাহাড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। পাননি অনন্ত কল্যাণ ও অফুরন্ত শান্তিময় ইসলামের কালজয়ী আদর্শের মোহন পরশ। পা রাখেননি সত্য সুন্দর ও শাশ্বত বিশ্বাসের সবুজ আঙ্গিনায়। তিনিই বর্ণনা করছেন এ হৃদয়গ্রাহী রোমান্টিক ও শিক্ষাপ্রদ কাহিনী।

মধ্যাহ্নের অস্থির প্রহর পেরিয়ে তখন অপরাহ্নের ধুলি ধুসর মরুভূমি। তখন তিনি দেখলেন কোথা থেকে দুটি বানর এসেছে। একটি বড় অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এদের একজন স্বামী অপরজন স্ত্রী। এসে ওরা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে শোয়ে পড়ে। শোয়ার সময় স্বামীটি স্ত্রীর হাত তার মাথার নীচে রেখে শোয়। মুলতঃ সে স্ত্রীর উপর ছিলো সন্দিহান।

শোয়ার কিছু সময় পরে তৃতীয় আরেকটি বানর এসে সাংকেতিক আওয়াজ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী বানরটি আস্তে করে হাতটি স্বামীর মাথার নীচ থেকে সরিয়ে সন্তর্পণে ঐ বানরটির সাথে চলে গেলো। ক্ষণিকপর আবার ফিরে এলো। এসে পূর্বের ন্যায় খুব সতর্ককতার সাথে হাতটি যখন

রাখতে গেলো, তখনি স্বামী বানরটি জেগে উঠলো। প্রথমে ওদের পরস্পর কথা হলো। বুঝা গেলো যে, স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করছে যে, তুমি যিনা করেছ; কিন্তু স্ত্রী অস্বীকার করছে।

এরপর পুরুষ বানরটি স্ত্রীর হাত-পা সহ সারা শরীর থেকে ঘ্রাণ নিলো। ঘ্রাণ নিলে তার সংশয় সত্য প্রমাণিত হলো। আর তখনি ভীষণ চেচামেচি শুরু করে দিলো। ওদের চেচামেচি শোনে পাহাড়ের সকল বানর এসে জমা হলো। ওদের সরদারের কাছে নালিশ গেলো তার স্ত্রী যিনা করেছে। সরদার আরো দুটি বানরসহ স্বামী বানরটিকে ঐ তৃতীয় বানরের কাছে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠালো। সরেজমীনে তদন্ত করে জানা গেলো ঘটনা সত্য। তখন ঐ তৃতীয় বানরটিকে এনে দুটিকে এক স্থানে দাড় করিয়ে ওরা সবাই পাথর মারতে শুরু করলো। পাথর মারতে মারতে মেরেই ফেললো। শেষে আমিও যেয়ে ওদের সাথে শরীক হলাম।

(অবলম্বনে-বুখারী সানী)

ভয়ংকর বাক্স!

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবাদের এক জামাআত নিয়ে জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে কবর প্রস্তুতিতে বিলম্ব দেখে তিনি এক স্থানে বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর চারপাশে চুপচাপ বসে পড়েন, যেন তাঁদের মাথার উপর পাখী বসেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে তখন একটি কাঠি ছিলো তা দিয়ে তিনি দাগ কাটতে থাকেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে দুই বা তিনবার বললেন, কবরের আযাব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

এরপর বললেন, মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরনোম্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। তারপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তাঁর আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন, হে নিশ্চিত আত্মা! পালনকর্তার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির জন্যে বের হয়ে আস। তখন মশকের মুখ খুলে দিলে পানি বের হয়ে আসার মতোই অনায়াসে তাঁর আত্মা বেরিয়ে আসে। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে, পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করে এ পাক আত্মা কার?

ফেরেশতারা তাঁর ঐ নাম ও উপাধী উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার করা হত এবং বলে, ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতা তাঁর আত্মা নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরো ফেশেতা তাঁদের সঙ্গী হয়। এভাবে তাঁরা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার এ

বান্দার আমল ইল্লিয়্যীনে লিখে তাঁকে ফিরত পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। সে সময় কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতারা এসে তাকে উপবেশন করিয়ে প্রশ্ন করে–

তোমার পালনকর্তা কে?

তোমার ধর্ম কী?

উত্তরে সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ। আমার ধর্ম ইসলাম।

এরপর প্রশ্ন হয়, এই যে ব্যক্তি যিনি তোমাদের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?

সে বলে, ইনি আল্লাহর রাসূল। ফেরেশতারা আবার প্রশ্ন করেন, তোমাকে ইহা কে বলেছে?

সে উত্তর দেয়, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। তার উপর ঈমান এনেছি। তা সত্য বলে মেনে নিয়েছি।

নবীজী বলেন, তখন একজন ঘোষণাকারী আল্লাহর পক্ষে ঘোষণা দেয় যে, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তাঁর জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। জান্নাতের দিকে তাঁর জন্য দরজা খোলে দাও। ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতের মিষ্টি বাতাস ও সুগন্ধি আসতে থাকে। তাঁর সৎ কর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাঁকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তার কাছে এসে যায় এবং কবরকে তাঁর জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।

এর বিপরীত কাফের বা পাপীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আকাশ হতে কলো রঙের ভয়ংকর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায় অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকা কাঁটাবিশিষ্ট শাখা বের করার ন্যায় টেনে বের করে। সে আত্মার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চেয়েও প্রকট হয়। সেটা নিয়ে ফেরেশতারা রওয়ানা হলে, পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধী উল্লেখ করে, যা দ্বারা দুনিয়ার বুকে সে পরিচিত ছিলো। তারপর প্রথম আকাশের দরজা খোলতে বললে, তার জন্য দরজা খোলা হয় না; বরং নির্দেশ আসে এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে

দাও। এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং পুণরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল هاه هاه لا ادرى (হায় হায় আমি জানি না) বলে। সে সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। তার জন্যে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। জাহান্নামের দিকে দরজা খোলে দাও। সে দরজা দিয়ে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ ও ঝলসানো বাতাস আসতে থাকে। আর কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায়, এর দরুন তার পাজরগুলি একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকে যায়। (অবলম্বনে- আবু দাউদ)

সমাপ্ত

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত

আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকখানা কিতাব



মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.com

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com